ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-48 ■ 22 November, 2025 ■ আগরতলা ২২ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভূমিকম্পে কাঁপল ত্রিপুরা, তীব্রতা ৫.২

বাংলাদেশে ৫.৭, মৃত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিশালগড়/ কলকাতা, ২১ নভেম্বর।। ভূমিকম্পে কাঁপল ত্রিপুরা। শুক্রবার সকাল ১০:৪ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিকটার স্কেলে তার তীব্রতা ছিল ৫.২। যদিও রাজ্যে ভূমিকম্পে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ভূমিকম্পে ফাটল ধরেছে বিশালগড়ের অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিসে। তবে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ হওয়ায় সেখানে কম্পনে এর তীব্রতা ছিল ৫.৭। ঢাকা ভিত্তিক টেলিভিশনের প্রতিবেদনে জানা হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানীতে অন্তত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনজনের মৃত্যু হয়েছে একটি ভবনের ছাদ ও দেওয়াল ভেঙ্গে। অপর তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ভবনের রেলিং ভেঙ্গে। এদিকে কলকাতা সহ ভারত পূর্ব ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে ও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্য। সকাল ১০টা ০৪ মিনিট ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তার তীব্রতা ৫.২ রেকর্ড করা হয়েছে। তবে, ভূমিকম্প অনুভূত হলেও ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর এখনো মিলেনি।

বিমানবন্দর স্থিত আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বাংলাদেশের ঘোড়াশাল জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪৪.২ কিমি গভীরে ছিল ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল।

বাংলাদেশে ওই ভূমিকম্পে ঘোড়াশাল ছাড়াও ঢাকা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে কম্পন অনুভব হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি হলেও রাজ্যে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা ভূমিকম্প প্রবণ রাজ্য হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। ভূ-কম্পন হলেই মানুষ ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আজকের ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তীব্রতা বিশেষ ছিল না। তাই, ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেনি।

এদিকে, ভূমিকম্পের ফলে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিসে ফাটল ধরলো। আজ সকালে অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি ভূমিকম্পের ফলে কেঁপে উঠেছে শহর বিশালগড়। বড় কোনো দুর্ঘটনার খবর না থাকলেও বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিসে ভূমিকম্পের ফলে ফাটল লক্ষ্য করা গেছে। হঠাৎ কম্পনে ব্যবসায়ী থেকে পথচলতি সাধারণ মানুষ সকলের মধ্যেই তৈরি হয় আতঙ্কের পরিবেশ। অনেকেই নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকেন।

কম্পনের ফলে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিস ভবনে বেশ কিছু ঘরে ফাটল দেখা যায়। দপ্তরের কর্মীরা জানান, সকালে হালকা কম্পন অনুভূত হওয়ার কিছুক্ষণ পরই ভবনের দেয়ালে নতুন ফাটল লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে, শুক্রবার সকালে বাংলাদেশে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর কলকাতা ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে শক্ত কম্পন অনুভূত হয়েছে। জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের মহাকেন্দ্র ঢাকা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে অবস্থান করছিল এবং সময় ছিল সকাল ১০:০৮।

ঢাকা ভিত্তিক টেলিভিশনের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ রাজধানী ঢাকায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন মারা গেছেন একটি ভবনের ছাদ ও দেওয়াল ভেঙে পড়ার কারণে এবং তিনজন পথচারী নিহত হন, যখন ভবনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরিকি সংঘর্ষের পর খুমুলুঙ পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা

এ ধরনের জঙ্গলরাজ জনগণ মেনে নেবেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। খুমুলুঙের ঘটনা কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা যেখানে যেখানে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে সেখানে এ ধরনের হিংস্রতা এখনও রয়েছে। খুমলুঙের রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা আজ খুমলুঙ সফর করেছেন। সফরকালে বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুর ও মিতা দেববর্মা বাড়িতে হামলা লুটপাট এর ঘটনা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। গোটা ঘটনা সরজমিনে পরিদর্শন করে তিনি ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বলেন, খুমলুঙে তিপরা মথা আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং মিতা দেববর্মার বাড়িতে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।কমিউনিস্টদের আমদানি করা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগের সংস্কৃতি আমাদের দল ও সরকার কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না। এখনো সময় আছে, এই সহিংস ও গণতন্ত্রবিরোধী পথ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সবারই অধিকার রয়েছে রাজনীতি করার। কিন্তু এ ধরনের হিংস্র রাজনীতি যেন কেউ না করে তারা আহ্বান জানান তিনি। দলীয় কার্যালয় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া এবং মানুষের বাড়িঘরে ভাঙচুর করার রাজনীতি মানুষ কোনভাবেই গ্রহণ করেনা। ঘটনা সরজমিনে পরিদর্শন করবেন তিনি। পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শরিক দলের সঙ্গে সংঘর্ষ ইস্যুতে তিনি বলেন, 'এখনো সময় রয়েছে, যারাই বিপথে চলছে এটা ঠিক নয়। এ ধরনের রাজনীতি আমরা চাই না। আমি বিহারেও গেছি, এ ধরনের রাজনীতি কোথাও নেই'। তিনি বলেন, এ ধরনের জঙ্গলরাজ জনগণ মেনে নেবেন না। বিহারের মতো জায়গাতেও এ ধরনের রাজনীতি হয় না। জোরজবরদস্তি কেউ যদি কোন জায়গায় টিকে থাকতে চায় সেটি সম্ভব নয়। এদিকে বিকেল নাগাদ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এয়ার শোতে বিধ্বস্ত তেজস পাইলট নিহত

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ।। দুবাই এয়ার শো-তে শুক্রবার বিকেলে উড়ান প্রদর্শনের সময় ভারতীয় বায়ুসেনার তেজস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, যেখানে দুর্ঘটনার পর আকাশে ঘন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় বায়ুসেনা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুবাই এয়ার শো-তে আজ তেজস বিমানের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। পাইলট প্রাণঘাতী আঘাত পেয়েছেন। ভারতীয় বায়ুসেনা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হচ্ছে।

বিধ্বস্ত বিমানটি ছিল হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড নির্মিত একক-সিটের লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ তেজস। প্রত্যক্ষদর্শী ও এনডিটিভির হাতে পাওয়া ভিডিও অনুযায়ী, স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১০ মিনিট নাগাদ বিমানটি পড়ে যায়।

দুবাই সরকারের তথ্যমতে, দুর্ঘটনার পরপরই অগ্নিনির্বাপক দল ও জরুরি সহায়তাকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া দৃশ্যমান ফুটেজে দেখা যায়, তেজসের দগ্ধ ও বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। সূত্রের বরাতে জানা গেছে, পাইলট একটি নেগেটিভ জি-ফোর্স টার্ন থেকে পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হন। নেগেটিভ জি-ফোর্স হলো

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাছ বোঝাই লরি থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। মাছ বোঝাই মিনি লরি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা জব্দ করা হল বাজারিছড়ার চুরাইবাড়িতে। গাড়ির চালক পলাতক বলে জানা গেছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

রাজ্য হয়ে শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি সমষ্টির বিভিন্ন রুটকে করিডোর করে নেশা সামগ্রী পাচারের যেন হিড়িক পড়েছে। গত এক সপ্তাহ আগে সমষ্টির কাঁঠালতলি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকার নিষিদ্ধ গাঁজা। তারপর গত বুধবার রাতে পাথারকান্দি পুলিশের হাতে প্রায় সোয়া কোটি টাকার শুকনো গাঁজা জব্দ হয়। এরইমধ্যে শুক্রবার সকাল একটি বাহন থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয় বাজারিছড়ার চুরাইবাড়ি পুলিশ। জানা গেছে এদিন সকালে টিআর০৮- ই -১৫৩১ নম্বরের একটি মহেন্দ্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএসটি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে

ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশন এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়ার মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। জিএসটি বিষয়ে আধিকারিক থেকে শুরু করে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ব্যবসায়ী সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যের ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশন এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়া (ইকাই)-এর মধ্যে আজ এক মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই উপলক্ষে সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে এক সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় বলেন, জনগণ ও দেশের কল্যাণে জিএসটিকে যাতে আরও সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করা যায় তারজন্য এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত সকালে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ নভেম্বর।। সাতসকালে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাসহর মোহনপুর এলাকায়। এই ঘটনায় গোটা শহর এলাকায় তীব্র আতংক বিরাজ করছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

এব্যাপারে কৈলাসহর থানার পুলিশ অফিসার কিঙ্কর পাল জানান যে, ২১ নভেম্বর শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ কৈলাসহর মাছ বাজারের ব্যবসায়ীরা কৈলাসহর থানায় ফোন করে জানায় যে, মাছ বাজারের পাশের সব্জি বাজারের পিছনে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। এই খবর শোনেই কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পায় শহরের মোহনপুর এলাকার সুজিত শব্দকর(৩০) ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। মৃত সুজিত শব্দকর পেশায় ইরিক্সা চালক। মৃত সুজিত শব্দকরের বাড়িতে স্ত্রী এবং চার বছরের এক মেয়ে রয়েছে। পুলিশ আধিকারিক কিঙ্কর পাল এও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয় কোটি টাকার ইয়াবা ও নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ অভিযানে প্রায় ৯ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট ও নিষিদ্ধ ওষুধ জব্দ করেছে বিএসএফ ও ডিআরআই। শুক্রবার সকালে আগরতলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ হয়ে এনএইচ - ৮ রাস্তায় বিশাল পরিমাণ মাদক পাচার হচ্ছেএমন নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। সূত্রে জানা যায়, ২১ নভেম্বর সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে বিএসএফের গোকুলনগর সদর দপ্তরের গেট নং—০১-এর সামনে একটি মোবাইল চেক পোস্ট স্থাপন করা হয়। সেই সময় সন্দেহজনকভাবে একটি সুজুকি ইকো ভ্যান (নম্বর টি আর—০১—সিএইচ—০৩৫৩) চেক পোস্ট এড়িয়ে বিশালগড় বাইপাস হয়ে উদয়পুরের দিকে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিএসএফ ও ডিআরআই-এর যৌথ দল পিছু ধাওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে কালকালিয়া হাই স্কুলের নিকটে পরিত্যক্ত অবস্থায় গাড়িটি উদ্ধার হয়। গাড়িটি ঘিরে তল্লাশি চালিয়ে ১০ প্যাকেট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ ও কাস্টমের যৌথ অভিযানে ৭৩.৮৯ লক্ষ মূল্যের পণ্য জব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। একটি উল্লেখযোগ্য পাচার বিরোধী অভিযানে, বিএসএফ এবং কাস্টমস সাব্রুমে যৌথভাবে ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে একজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে এবং ৭৩,৮৯,৫৪০ টাকা মূল্যের পণ্যের একটি বিশাল চালান জব্দ করে। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বিএসএফ এবং কাস্টমস সাব্রুম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম-জোলাইবাড়ি-মতাই ট্রাই-জংশনের কাছে জাতীয় সড়ক-০৮ বরাবর একটি অভিযান শুরু করে। প্রায় রাত সাড়ে ৮ টা নাগাদ, যৌথ দল আগরতলা থেকে আসা টিআর০১- এই-১৮১৬ নম্বরের একটি গাড়ি আটক করে।

গাড়িটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির ফলে প্রায় ৭৪ লক্ষ মূল্যের পোশাক এবং বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য উদ্ধার করা হয়, যা বাংলাদেশে পাচারের জন্য সীমান্ত এলাকায় পরিবহন করা হচ্ছিল।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বে জলপথ উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ

গোমতী মেঘনা মৌ সংযোগ

__নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।__ ভারতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ (আইডাব্লিউএআই)—এর উদ্যোগে উত্তর—পূর্ব ভারতে জলপথভিত্তিক বাণিজ্য, পর্যটন ও আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে চলেছে। 'ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক ২০২৫'—এ সংস্থাটি মোট প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (মৌ) স্বাক্ষর করেছে। কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মণিপুরে চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।

এর মধ্যে ত্রিপুরায় দুই উল্লেখযোগ্য জলপথ প্রকল্পও যুক্ত রয়েছে।

উত্তর---পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক জলপথ বিকাশের মধ্যে ত্রিপুরায় দুটি বড় প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রথম প্রকল্পে ২৪.৫৩ কোটি টাকার ব্যয়ে গোমতী নদীর উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের মেঘনা নদীর সঙ্গে নৌ—সংযোগ স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরা সরাসরি ভারত—বাংলাদেশ প্রোটোকল রুটের সঙ্গে যুক্ত হবে, যা ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহনে সময়, খরচ ও দূরত্ব উভয়ই কমাতে সাহায্য করবে।

প্রকল্পের আওতায় নৌ—চ্যানেল উন্নয়ন, নদীতীর সুরক্ষা, ন্যাভিগেশনাল এইড স্থাপন এবং নয়টি ভাসমান পন্টুন টার্মিনাল নির্মাণের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণ হলে ত্রিপুরা—বাংলাদেশ জলপথ বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য গতি আসবে বলে প্রশাসন মনে করছে।

দ্বিতীয় প্রকল্প হিসেবে ধলাই জেলার ডুম্বুর লেকে ক্রুজ জাহাজ পরিষেবা চালুর প্রস্তাব নিয়ে সমীক্ষা চলছে। পর্যটন শিল্পে নতুন মাত্রা আনতে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এই প্রকল্পকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এর ফলে জলপথে শিল্পপণ্য পরিবহনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। আইএ ডাব্লিউ—তে স্বাক্ষরিত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আইডাব্লিউএআই ও আসাম পেট্রো—কেমিক্যালস লিমিটেডের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। এর মাধ্যমে মেথানল ও ফরমালিন জলপথে বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর হয়ে দক্ষিণ—পূর্ব এশিয়ার বাজারে রফতানি করা হবে। বছরে প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি শিল্পপণ্য পরিবহনের সুযোগ তৈরি হবে এই চুক্তির ফলে। এই উদ্যোগের জন্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে ট্যাঙ্কার জাহাজ ও প্রয়োজনীয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২২ নভেম্বর২০২৫ ইং
৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠাইতে প্রস্তাব রাষ্ট্রপুঞ্জে

রোহিঙ্গা সমস্যা শুধু বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়। এটি ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নানা প্রশ্ন তুলিয়াছে। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান না হইলে ইহার বিষময় ফল বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতকেও পোহাইতে হইবে। তাহাদের মায়ানমারে ফেরানোর জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাড়া নাড়িতেছে বাংলাদেশ। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হইয়াছে। এখন দেখার এই বিষয় নিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে গোটা দুনিয়া।

রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফিরানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ফের এক বার প্রস্তাব গৃহীত
হইল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার তৃতীয় কমিটিতে যৌথ ভাবে প্রস্তাবটি পেশ করিয়া দুই আন্তর্জাতিক জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)। ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছরই রোহিঙ্গা সংক্রান্ত প্রস্তাব যৌথ ভাবে পেশ করিয়া আসিতেছে ইইউ এবং ওআইসি।

মায়ানমারে গৃহযুদ্ধের পর থেকে রাখাইন প্রদেশে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি ক্রমশ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রচুর রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে মায়ানমার ছাড়িয়া বাংলাদেশ এবং অন্য নিকটবর্তী দেশগুলিতে পালাইয়া যাইতেছেন। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে প্রায় ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়াছেন। তবে বাংলাদেশের ওই শরণার্থী শিবিরগুলি ক্রমশ বসবাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।

এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাইয়াছে রাষ্ট্রপুঞ্জের বাংলাদেশি প্রতিনিধদল। তবে একই সঙ্গে গত আট বছর ধরিয়া রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না-হওয়া নিয়াও হতাশা প্রকাশ করিয়াছে তাহারা। ঢাকার প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপুঞ্জে জানাইয়াছে, ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার বোঝা আর বইতে পারিতেছে না বাংলাদেশ। রোহিঙ্গাদের তাই মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য দ্রুত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আর্জি জানাইয়াছে তাহারা।

প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত হওয়ার পরে ইতিমধ্যে একটি বিবৃতি দিয়াছে ইইউ। মায়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের নিন্দা জানাইয়াছে ইউরোপীয় গোষ্ঠী। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই পরিস্থিতির মাঝেই সেখানে নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্তে সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্য নিয়াও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে তাহারা। ইইউ বিবৃতিতে জানাইয়াছে, মায়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদে, স্বেচ্ছায় সে দেশে ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা খুবই কম।

এ অবস্থায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মায়ানমারে নিরাপদে ফেরত পাঠানোর জন্য নতুন করিয়া আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্যোগ বৃদ্ধি করিবার আহ্বান জানানো হইয়াছে ওই প্রস্তাবে। 'গৃহীত হওয়া ওই প্রস্তাবটিতে ১০৫টি দেশ সমর্থন জানাইয়াছে।

লালকেল্লা বিস্ফোরণ: দিল্লি এলজি পুলিশের কমিশনার ও চিফ সেক্রেটারিকে নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর:সম্প্রতি লালকেল্লা এলাকা থেকে হওয়া সন্ত্রাসী হামলার পর, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি.কে. শাক্সেনা পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা এবং চিফ সেক্রেটারি রাজীব বর্মা-কে নির্দেশ দিয়েছেন রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

এলজি শাক্সেনা একটি চিঠিতে তিন সপ্তাহের মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন: সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত রাসায়নিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের সংরক্ষণ ও লাইসেন্সিং-এর উন্নত নিয়ন্ত্রণ। ড্রোন ব্যবহার ও ব্যবহৃত যানবাহনের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ। হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক কড়া করা। ট্রান্সপোর্ট বিভাগকে নির্দেশনা, যাতে রেজিস্টার্ড মালিক ও প্রকৃত মালিক আলাদা হলে যানবাহন চলতে না পারে, বিশেষত অটো রিকশার ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে ডাক্তার ও প্যারামেডিক স্টাফের একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার নির্দেশ, যেখানে তাদের ডিগ্রির তথ্যসহ রেকর্ড রাখা হবে। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রির ক্ষেত্রে পুলিশকে তথ্য সরবরাহ করা হবে।

এছাড়াও এলজি শাক্সেনা পুলিশের কাছে ডিজিটাল নজরদারি বাড়ানোর এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম -এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উগ্রবাদী ও প্ররোচিত বিষয়বস্তু চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন।

রাজনিবাসের এক্স মেসেজে বলা হয়েছে, "লেফটেন্যান্ট গভর্নর গজ্রষ্ঠওদ্রস্তুঙ্গত্রল্পুত্রশ্রী ভি.কে. শাক্সেনা পুলিশ কমিশনার, দিল্লি এবং চিফ সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজধানীতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।"

মণিপুরে আরও ৩৯ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত, এ বছরের মোট সংক্রমণ ৫,১৬৬

ইম্ফল, ২১ নভেম্বর: মণিপুরে আরও ৩৯ জন ডেঙ্গি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, যা এ বছরের মোট সংক্রমণের সংখ্যা ৫, ১৬৬-এ পৌঁছে দিয়েছে, জানিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তারা।

রাজ্যের মালেরিয়া অফিসার এস. প্রিয়োকুমার সিং জানিয়েছেন, জাতীয় ভেক্টর বর্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এর নির্দেশিকা অনুযায়ী গত ১১ মাস ধরে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে। এ বছর ১০,৮৪৬ জনের মধ্যে ৫,১৬৬ জনের দেহে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। রাজ্যে এই সময়ে বিষ্ণুপুর জেলায় একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

গত বছরের তুলনায় (২০২৪) ডেঙ্গির সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালে ২,৪৬৩টি কেস রিপোর্ট হয়েছিল এবং পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। জেলার ভিত্তিতে সংক্রমণ, ইম্ফল ওয়েস্ট: ৩,৫১৭, ইম্ফল ইস্ট: ১,০৯, বিষ্ণুপুর: ১৪০, থৌবাল: ১২০, সেনাপতি: ৬৫, কাকচিং: ৫৭, উখ্রুল: ৫, চান্ডেল: ৩০, জিরিবাম: ১ এবং ফেরজাউল: ০

ইম্ফল ভ্যালি অঞ্চলে ইম্ফল ওয়েস্ট, ইম্ফল ইস্ট, বিষ্ণুপুর এবং থৌবাল জেলাগুলি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। পাহাড়ি জেলাগুলিতে সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম।

সরকারি কর্মকর্তা জানান, দীর্ঘমেয়াদি বর্ষা ও স্থবির জল জমার কারণে এডিস মশার প্রজনন বাড়ায় সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ফগিং, সচেতনতা ক্যাম্পেইন এবং অন্যান্য ভেক্টর কন্টোল কার্যক্রম জোরদার করেছে।

আমলাতন্ত্রের ভারে চাপা জনস্বপ্ন: সুশাসনের পথে চ্যালেঞ্জ

সুনীল মাইতি (শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক)

স্বপ্ন ও বাস্তবতার ব্যবধান:- ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত মজবুত এই কথা আমরা বহুবার শুনেছি কিন্তু বাস্তবের প্রশ্নগুলি দেখা যায় জনস্বার্থের কত স্বপ্ন আজও আমলাতন্ত্রের ভারে চূর্ণ। স্বাধীনতার আট দশক পরেও আমজনতার চোখে সরকার নাম নিলেই যেন ভেসে ওঠে দীর্ঘ লাইন; ফাইলের পর ফাইল; জটিল বিধি এবং 'কাল আসুন' -এর অদৃশ্য দেওয়াল।

একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা করা— যেখানে নাগরিক তার প্রাপ্য সেবা সহজে; দ্রুত এবং সম্মানের সঙ্গে পাবে।আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে সুশাসন এবং উন্নত জনসেবার। কিন্তু এই স্বপ্নপূরণের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক প্রথা ও কাঠামোর ভারে জর্জরিত এই ব্যবস্থা জনগণের প্রত্যাশিত সেবাকে দুর্গম করে তোলে। আমলাতন্ত্রের ভারে চাপা পড়ে নাগরিকদের মৌলিক

স্বপ্ন ও কাঙ্খিত সু শাসন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের বহু স্থানে এখনো সুশাসনের বাধা গুলো একই জায়গায় গেঁথে আছে। ফলে জনস্বপ্নের পথ আড়ালে পড়ে থাকে ঘুষ;জটিলতা এবং জবাবদিহির অভাবে।

আমলাতন্ত্র - কাঠামো নাকি বাঁধা? যে প্রশাসন জনগণের সেবায় প্রতিশ্রুত; সেটিই যদি হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ; তবে প্রশ্ন উঠবেই।ভারতের আমলাতন্ত্র মূলত ব্রিটিশ আমলের উত্তরাধিকার—নাগরিককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তৈরি। স্বাধীনতার পরে বহু সংস্কার হয়েছে; কিন্তু মূল কাঠামোর ভাবনার বড় পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে ফাইল চালাচালি; অনুমতির স্তর এবং নিয়মের জটিলতা আজও প্রশাসনের কেন্দ্রে জায়গা করে বসে আছে। যে কাজ প্রযুক্তির সাহায্যে মিনিটে করা সম্ভব; সেখানে সপ্তাহ- মাস লেগে যায়। প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ আমলাতন্ত্র যেখানে প্রতিবন্ধক: আমলাতন্ত্রের এই অপ্রতিরোধ্য ভার মূলত কয়েকটি মূল সমস্যা থেকে জন্ম নেয়

১. দুর্নীতিও ঘুষ সংস্কৃতি--- **সুশাসনের সবচেয়ে বড় শত্রু** - দুর্নীতি সুশাসনের পথে প্রধান অন্তরায়। টিআইবি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে এটি বারবার উঠে এসেছে। জনসেবার প্রায় প্রতিটি স্তরেই ঘুষ;স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ মেলে।

তথ্যের ভিত্তিতে: দুর্নীতি শুধু সেবার মান ঘুমায় না এটি সরকারি প্রকল্পের ব্যয় ও সময়কে বহুগুণী বাড়িয়ে দেয়। যা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ ভাব ফেলে।

যেখানে কাজের জন্য নিয়ম পথ অচল ;সেখানে বিকল্প পথ জন্ম নেয়। আর সেই বিকল্প পথ হল বিআইনি ঘুষ -সংস্কৃতি। সরকারি কাজে 'তেল মাখা'- এই শব্দগুচ্ছ আজ সাধারণ মানুষের কাছে চেনা। অনেকেই মনে করেন; টাকা দিলে কাজ দ্রুত হয়; না দিলে ফাইল মাসের পর মাস পড়ে থাকে। এটা শুধু দুর্নীতির ইঙ্গিত নয়; প্রশাসনিক নৈতিকতার মারাত্মক অবক্ষয়ের চিহ্ন। যখন নাগরিক প্রশাসনের উপর ভরসা হারান; তখন গণতন্ত্রের ভিত্তি নড়ে যায়। **২. নির্বাচিত প্রতিনিধির অসহযোগিতাও বড় বাধা:** - আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ একটি গুরুতর সমস্যা। মেধা দক্ষতা বা পারফরমেন্সের চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্য প্রায়শই পদোন্নতি; পোস্টিং ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি হয়ে ওঠে।

প্রশাসনিক সংস্কার তখনই সফল হয়; যখন তা রাজনৈতিক সদিচ্ছার সঙ্গে যুক্ত থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রশাসনিক কাজকর্ম পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা প্রশাসনিক অদক্ষতা ও পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করে আমলা তাদের জবাবদিহিতা জনগণের কাছে না দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে নিবদ্ধ করেন; ফলে সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা কমে যায়। সংসদ; বিচারবিভাগ বা নাগরিক সমাজের প্রতি জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠানিক উপায় গুলি দুর্বল হওয়ায় এই সমস্যা আরও প্রকট হয়।নাগরিকের কাজ হলে তিনি সরকারকে ভোট দেবেন -এই ভাবনা থেকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রশাসনের স্বচ্ছতা নষ্ট করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেরাও আমলাতন্ত্রের 'ধীরগতিতে' অসহায়। ফলে নাগরিকের অভিযোগের কার্যকর সমাধান হয় না। **৩. ঔপনিবেশিক মনোভাব ও মানসিকতা:** -আমাদের দেশে আমলাতন্ত্রে এখনো ব্রিটিশ- ঔপনিবেশিক ধাঁচের 'শাসক সুলভ' মানসিকতা বিদ্যমান। জনগণের সেবক না হয়ে নিজেদের 'ক্ষমতাধর' মনে করার প্রবণতা জনসেবাকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে সাধারণ মানুষ সরকারি অফিসের সহজে প্রবেশাধিকার পায় না বা তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান দেখানো হয় না। এই দূরত্ব সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়াকে আরো ধীর ও জটিল করে তোলে।

৪. দীর্ঘসূত্রিতা ও ই-গভর্নেন্সের দুর্বল প্রয়োগ.-সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতিরিক্ত স্তর ও অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের কারণে প্রশাসনিক কাজে দেখা যায় চরম দীর্ঘ সূত্রীতা ও জটিলতা।

ডিজিটাল বাধা: সরকারি গভর্নেন্স এবং ডিজিটাল সেবার উদ্যোগ নিলেও; পদ্ধতিগত জটিলতা রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর প্রয়োগের দুর্বলতার কারণে নাগরিকরা এর পূর্ণ সুফল পাচ্ছে না।

সুশাসনের পথে উত্তরণের উপায়: - জন স্বপ্নকে সফল করতে হলে আমলাতন্ত্রের ভার লাঘব করে সুশাসন নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন এক সমন্বিত ও দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার:

১.স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা: আমলাদের কর্মদক্ষতা ও আচরণের নিয়মিত মূল্যায়ন এবং কার্যকর অডিট এবং অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সকল আবেদন প্রক্রিয়ার ট্র্যাকিং নাগরিকের হাতে থাকা উচিত। সরকারি তথ্যের অবাধ প্রবাহ অর্থাৎ কোন ফাইল কোথায়; কোন দপ্তরে আটকে আছে ---এই তথ্য জনসমক্ষে স্বচ্ছ ভাবে দেখানো হলে ঘুষের সুযোগ কমে যাবে।নিশ্চিত করতে হবে।

২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: সকল নাগরিকের জন্য আইনের অভিন্ন ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও আধুনিকীকরণ: অপ্রয়োজনীয় আইন ও বিধি নিষেধ বাতিল করে দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ সুগম করা। ই -সার্ভিসেস বা ডিজিটাল সেবার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং নাগরিক বান্ধব করে তোলা।

৪. বিকেন্দ্রিকরণ: ক্ষমতাকে কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ছড়িয়ে দিতে হবে; যেন মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো যায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৫. ডিজিটালাইজেশন: আলোর পথ তবে অসম্পূর্ণ .. গত দশকে ভারত ব্যাপক ডিজিটাল পরিবর্তন দেখেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া;আধার -ভিত্তিক সেবা;অনলাইন আবেদন; পোর্টাল— সব মিলিয়ে নাগরিক পরিষেবাকে সহজ এবং দ্রুত করার চেষ্টা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগ সত্যিই সফল। আয়কর রিটার্ন; পাসপোর্ট; রেল- বুকিং এর অভিজ্ঞতা উন্নত হয়েছে। তবে গ্রামীণ ভারত এখন ডিজিটাল ব্যবস্থায় পুরোপুরি একীভূত নয়।বহু জায়গায় নেটওয়ার্ক দুর্বল; অনেক নাগরিক ডিজিটাল সাক্ষরতায় পিছিয়ে।ফলে অনলাইন পরিষেবা তাদের কাছে নতুন ধরনের অসুবিধা নেই আসে; লগ-ইন সমস্যা; বায়োমেট্রিক মিল না -মেলা; ওটিপি পাওয়া না-যাওয়া -এসব সমস্যা সাধারণ মানুষের কাছে আরেক ধরনের জটিল আমলাতন্ত্র।

আশার আলো জ্বালাতে হবে: - আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষের জীবন সহজ করা মানুষের কাজ কঠিন করা নয়। সুশাসনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত— "নাগরিক আগে; নিয়ম পরে।'' প্রশাসন যত মানবিক; দ্রুত এবং স্বচ্ছ হবে ; ততই মানুষ সরকারের উপর আস্থা ফেরাবে। ভারত আজ বিশ্ব মঞ্চে একটি শক্তিশালী; উদীয়মান দেশ। এই দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। আমলাতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু যখন এটি কেবল একটি 'ভার' হয়ে দাঁড়ায়; তখন তা দেশের প্রগতি এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করে দেয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমলাতন্ত্রকে অবশ্যই জনবন্ধব; গতিশীল এবং সেবামুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিয়ে সুশাসন আসবে না; যদি না প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতরে থাকা উপনিবেশিক জীর্ণতা দূর হয়। সরকার ও প্রশাসনের সর্বস্তরে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হয়; তবেই আমলাতন্ত্রের ভার থেকে মুক্ত হয়ে জনগণের সুশাসনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে।

আজ সময় এসেছে আমলাতন্ত্রকে নতুন করে সাজানোর -যেখানে সেবা শুধু ফাইলে নয়; মানুষের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনবে। কারণ; জন স্বপ্নের ভার বহন করার ক্ষমতাই সুশাসনের সত্যিকারের পরিচয়।

নবজাগরণের জনক রামমোহন রায় জেন জি-দের কাছেও প্রাসঙ্গিক

রতন ভট্টাচার্য

ভারতীয় নবজাগরণের জনক হিসাবে যাকে স্মরণ করা হয়, তিনি রামমোহন রায়। উনিশ শতকের গোড়ায় জন্ম নেওয়া এই বিশাল মাপের মনীষী কেবল একজন সমাজসংস্কারক নন, তিনি এমন এক চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন, যিনি ভারতীয় জনমানসকে দীর্ঘদিনের অন্ধকার, কুসংস্কার আর অনাচারের বন্ধন থেকে বাইরে এনে আধুনিকতার আলো দেখিয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ছিল বহুমুখী নারী স্বাধীনতা, শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় মানবতা, যুক্তিবাদ, ভাষা সংস্কার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রচিন্তা পর্যন্ত। কিন্তু আজকের দুনিয়া আর সেই উনিশ শতকের ভারত এক নয়। প্রশ্ন জাগে এই ডিজিটাল যুগে, তথ্যের বিস্ফোরণের যুগে, জেন জি-র কাছে যাঁরা দ্রুততা, স্বাধীনতা, উদারতা, প্রযুক্তি ও আত্মপরিচয়ের ভেতর দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের কাছে কি এখনও রামমোহন রায় প্রাসঙ্গিক। সময় যত পাল্টায়, মূল্যবোধ ও চিন্তার ভিত্তিও বদলায়। কিন্তু কিছু মানুষ এমন, যাঁদের চিন্তা যুগ অতিক্রম করেও জীবন্ত থাকে। রামমোহন সেই বিরল ব্যক্তিত্বদের একজন।

জেন জি যাদের আমরা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া এক নতুন যুগের মানুষ হিসেবে দেখি- তাঁরা বড় হয়েছেন ইন্টারনেট, "স্মার্টফোন, ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়া, গ্লোবাল সংযোগ, এবং উন্মুক্ত মত প্রকাশের দুনিয়ায়। তারা বৈচিত্র্যকে সম্মান করে, স্বাধীনতাকে উপভোগ করে, দ্রুততার সঙ্গে মত বদলায়, তথ্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিবর্তিত পরিচয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা উপনিবেশিক ভারতের সেই সাহসী মানুষটিকে দেখি-যিনি দেড়শো বছরেরও বেশি আগে একই রকম মুক্ত চিন্তা ও মানবতার কথা বলেছিলেন তাহলে দেখা যাবে, তাঁর ভাবনা আজকের তরুণদের জীবন-দর্শনের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিল খুঁজে পায়। জেন জি-র আত্মবিশ্বাসী চরিত্রের মধ্যে যেমন নতুনের খোঁজ আছে, তেমনই আছে মানবিক দৃষ্টি। আর ঠিক এই মানবিক দৃষ্টিই ছিল, রামমোহন রায়ের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি রামমোহন দৃষ্টিভঙ্গি আজকের তরুণদের ভবিষ্যৎ নির্মাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা, ইংরেজি শিখে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, একই সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার শক্তিকে ধরে রাখার কথা বলেছিলেন। আজকের জেন জি-কেও একই পথ অনুসরণ করতে হয়--একদিকে গ্লোবাল ইংরেজি জগৎ, অন্যদিকে নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা। তিনি প্রথমদের মধ্যে ছিলেন যিনি বুঝেছিলেন-শিক্ষা শুধু শাস্ত্রীয় জনে নয়, বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোয় ভরপুর হওয়া প্রয়োজন। ইন্টারনেট যুগের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর ধারণার মিল স্পষ্ট-তথ্য সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে যুক্তি দিয়ে। তথ্যের জঙ্গল থেকে সত্যকে বেছে নেওয়া শেখা আজকের তরুণদের কাছে অত্যন্ত জরুরি। তাঁর এই যুক্তিনির্ভর শিক্ষা দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর অবদান আজকের সোশ্যাল মিডিয়া-নির্ভর জেন জি-র কাছে বিশেষভাবে মূল্যবান। তিনি সম্বাদ কাউমুদী ও মিরাত উল-আখবার পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন স্বাধীন মতপ্রকাশের উদ্দেশ্যে। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা সমাজের ভিত্তি। আজকের তরুণরা প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের মতামত প্রকাশ করে, ভিডিও বানায়, লেখে, সমালোচনা করে। তবে এই স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতা প্রয়োজন অসত্য তথ্য, ঘৃণা, বিভাজন ছড়ানোর প্রবণতা আজ বড় সমস্যা। রামমোহন শিখিয়েছিলেন-সত্য, যুক্তি ও মানবতার পথে মতপ্রকাশ হওয়া উচিত। তাই জেন জি-র সোশ্যাল মিডিয়া, সংস্কৃতির ভিড়ে তাঁর সতর্কতা ও নীতিবোধ বিশেষভাবে জরুরি। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বনাগরিক। ভারত, ইংল্যান্ড, পারস্য, আরবি-যে ভাষাই তাঁর সামনে এসেছে, তিনি শিখেছেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতের উন্নতির জন্য বিশ্বের সঙ্গে মতবিনিময় জরুরি। জেন জি আজ সে রকমই এক প্রজন্ম যার আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব, বিশ্বব্যাপী সচেতনতা, গ্লোবাল ওয়ার্ক কালচার, বিদেশে পড়াশোনা, বহুসংস্কৃতি গ্রহণ এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত। সুতরাং রামমোহন বায়ের চিন্তা তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে।

রামমোহন রায়ের সর্বাধিক আলোচিত অবদান সতীদাহ প্রথা বিলোপ আজকের জেন জি-র কাছে নারীবাদ, লিঙ্গসমতা, মানবাধিকারের বড় পাঠ হিসেবে দাঁড়ায়। সেই সময়ে নারী স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। সামাজিক নিয়ম পুরুষকেন্দ্রিক, নির্দয়ও কুসংস্কারে ভরা। এমন সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এককভাবে লড়েছিলেন। যুক্তি, শাস্ত্র, মানবতা- এই তিন অস্ত্রে তিনি সমাজের চোখ খুলেছিলেন। জেন জি এমন এক বিশ্বে বাস করে যেখানে মেয়েরা স্টার্ট-আপ তৈরি করছে, খেলাধুলায় বিশ্বজয় করছে, রাজনীতি থেকে মহাকাশ গবেষণা-সব জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু তবু লিঙ্গবৈধমা পুরোপুরি মুছে যায়নি। এখনও নারী অবমাননা, সাইবার, বুলিং, যৌন সহিংসতা, লিঙ্গবৈষম্যমূলক মন্তব্যের মতো সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হয় তরুণ প্রজন্মকে। এই বাস্তবতায় রামমোহন রায়ের সংগ্রাম তাদের মনে করিয়ে দেয় নারীর অধিকার রক্ষা একটি চলমান দায়িত্ব। সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলায় না; বদলাতে হয় সচেতনতার মাধ্যমে। এই শিক্ষা আজও ততটাই প্রয়োজনীয়।

যুক্তিবাদ ও মানবধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর যে উদার মানসিকতা ছিল, তা আজকের জেন জি-র চিন্তাজগতের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আজকের তরুণরা ধর্মের কঠোর গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে মানবতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নৈতিকতা, মানবতা ও বৈশ্বিক নাগরিকত্বকে বেশি গুরুত্ব দেয়। রামমোহনও সেই কথাই বলেছিলেন ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য মানুষের উন্নতি। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম-সবার মধ্যেই মানবতার সুর খুঁজেছেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজ গঠনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এক নতুন ধরনের আধ্যাত্মিকতা, যা কুসংস্কারকে ভেঙে যুক্তি ও নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। জেন জি-র কাছে এ এক বিশাল প্রাসঙ্গিকতা- তারা আজ ধর্মের নামে বিভাজন চায় না, চায় শান্তি, সমতা ও স্বাধীনতা। সামাজিক সংস্কারের প্রতি তাঁর যে সাহসিকতা ছিল তা আজকের তরুণ প্রজন্মকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে শেখায়। তিনি একা লড়েছেন, অনেক প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছেন, তবুও থেমে যাননি। জেন জি পরিবেশ রক্ষা, নারী অধিকার, LGBTQ+, অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানসিক স্বাস্থ্য এই সব বিষয়ে সোচ্চার। তাঁরা বিশ্বাস করে যে একজন মানুষও পরিবর্তন আনতে পারে। রামমোহন সেই বিশ্বাসের প্রতীক একজন মানুষের দৃঢ়তা পুরো সমাজ বদলে দিতে পারে। আজকের সমস্যা ভিন্ন অনলাইন নির্ভরতা, মানসিক চাপ, পরিচয়ের সংকট, ফেক নিউজ, বিভাজন, পরিবেশ সংকট-কিন্তু এগুলো মোকাবিলায় যুক্তি, মানবতা ও নৈতিকতা যে অপরিহার্য, তা রামমোহন বহু আগে বলেছেন। তাঁর ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মনে করিয়ে দেয় গতানুগতিক ধারার অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং সজাগ দৃষ্টিতে সভাকে খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। তাঁর আধুনিক ভাবনা, সংস্কারমুখী মনোভাব এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে সীমিত প্রশাসনিক সহযোগিতা থেকে তৈরি হয়েছিল। তিনি ছিলেন উপনিবেশিক শাসনের সমালোচক, সমর্থক নন। রামমোহন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক ভিত্তিকেই প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "ইংরেজ শাসন তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা ন্যায় ও মানবাধিকারের প্রতিফলন ঘটাবে।" তিনি ব্রিটিশদের কাছে শাসনতন্ত্রে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ, প্রশাসন ও আদালতের সংস্কার, শিক্ষা নীতি পরিবর্তন ইত্যাদি দাবি করেছিলেন। এগুলো দালালি নয় বরং উপনিবেশের ভেতর থেকেই লড়াই করা এক ধরনের সংস্কারমূলক প্রতিরোধ। সতীদাহ প্রথা বিলোপ ব্রিটিশ সুবিধার জন্য নয়, মানবতার বর জন্য। জন্য। অনেকে ভুলভাবে বলেন বলেন একা যে তিনি ব্রিটিশদের হয়ে সতীদাহ বিলোপ করিয়েছিলেন। কিন্তু-সতীদাহ উচ্ছেদের জন্য তিনি বহু বছর ধরে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ভেতর থেকে যুক্তি তুলে ধরছিলেন। ব্রিটিশ সরকার আইন কবে নিষিদ্ধ করে তাঁর আন্দোলনের চাপে। তাঁর যুক্তি ছিল একান্ত মানবিক ও ধর্মীয় কোনওভাবেই ব্রিটিশ নীতির স্বার্থে নয়।

শিক্ষা সংস্কারে তাঁর ভূমিকা ভারতীয় সমাজের উন্নতির জন্য রামমোহন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষ শিক্ষা। ইংরেজি শিক্ষা, যাতে ভারতীয়রা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে অংশ নিতে পারে। আত্মসম্মান তৈরি করা। তিনি ইংরেজদের অনুরোধ করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা চালু করতে- কারণ তিনি বুঝেছিলেন আধুনিক শিক্ষা ছাড়া ভারত উন্নত হবে না। এটি ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা নয় বরং দূরদৃষ্টি। ধর্মীয় কুসংস্কার, পুরোহিততন্ত্র ও সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। এইসব সংস্কারের ফলে সমাজের একাংশ তাঁকে অপছন্দ করত এবং তাঁকে "ব্রিটিশ দালাল" বলত। কারণ তিনি ব্রাহ্মণ আধিপত্য, অন্ধবিশ্বাস এবং রক্ষনশীলতার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর সাংস্কৃতিক শত্রুদের জন্য তাঁকে অপদস্থ করার জন্য দালাল বলা সহজ ছিল। কিন্তু তিনি ব্রিটিশকে ধর্ম বা সমাজের শিক্ষক হিসেবে মানেননি বরং ভারতীয় সমাজকে নিজের ভিতর থেকে বদলাতে চেয়েছিলেন। ''Rights of Hindus'' তিনি ভয়াতীয়দের অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই দাঁড়ান। তিনি ইংরেজ ইং নীতির অন্যায় দিক প্রকাশ করে The Bengal Herald– Sambal Kamach প্রভৃতি পত্রিকায় বহু বার্তা লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- শাসনব্যবস্থা ভারতের জনগণের কল্যাণসাধন করলেই তা গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ তাঁর সমর্থন ছিল শর্তসাপেক্ষ, নিঃশর্ত নয়। রামমোহন ছিলেন না-ব্রিটিশদের অন্ধ সমর্থক, আবার ছিলেন না অন্ধ বিরোধী তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী আধুনিকতাবাদী। রবীন্দ্রনাথও সব ইংরেজদের শত্রু ভাকেন নি। শেকসপীয়র শেলী কাঁটস ছিলেন বড় ইংরেজ, লর্ড ক্লাইভ ওরা ছোট ইংরেজ। তাই তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছে। তিনি ছিলেন- আধুনিক জ্ঞান মানবাধিকার ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কার- এই তিনের সমন্বয়সাধনকারী। যে যুগে অধিকাংশ ভারতীয় ভাবত ব্রিটিশদের সবই খারাপ অথবা ব্রিটিশ সবই ভালো কিন্তু সেই যুগে বামমোহন বলেছিলেন "ভালো জিনিস গ্রহণ কর, খারাপের বিরোধিতা কর।" ব্রিটিশ সংসদে ভারতীয়দের অধিকার রক্ষায় তাঁর যাত্রাতেও তিনি নিজের খরচে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। বিলুপ্ত হতে থাকা মুঘল সম্রাটের ভাতা রক্ষা করতে, ভারতীয়দের অধিকারের দাবিতে ব্রিটিশ সংসদে স্মারকলিপি জমা দিতে। রামমোহন বায় ছিলেন- ভারতের প্রথম আধুনিক বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার ও নারীস্বাধীনতার প্রবক্তা, কুসংস্কার ও সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লবী চিন্তাবিদ, বিদ্যা, যুক্তি ও ধর্মীয় উদারতার পথিকৃৎ তিনি ছিলেন এমন এক ভারতীয়, যিনি ঔপনিবেশিক পরাধীনতার ভেতরেও সাহসের সঙ্গে সমাজকে বদলাতে চেয়েছিলেন এবং বদলে গেছেন।

জেন জি-র কাছেও তিনি প্রাসঙ্গিক একটি বড় কারণে তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার যোদ্ধা। আজকের তরুণেরা কর্তৃত্ব মানতে চায় না, প্রশ্ন করতে ভালোবাসে। তর্ক, বিতর্ক, গবেষণা এইগুলো তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহনও ছিলেন প্রশ্নকারী। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা, সামাজিক অনাচার, ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধ অনুকরণ সবকিছু নিয়ে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরের আয়োজিত শুক্রবারের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

“বন্দে মাতরম — দেশ প্রেমের মূল মন্ত্র” সন্তোষ মধুপ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি.স.): “বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরম ভারতের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন একটি মৌলিক মন্ত্র, যা ১৫০ বছর পরেও প্রতিটি ভারতীয়কে দেশপ্রেমের অনুভূতিতে পূর্ণ করে।” মহামন্ত্রের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে এ কথা বলেন সর্বভারতীয় বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-এর কলকাতার ব্যুরো প্রধান সন্তোষ মধুপ।

তাঁর কথায়, “১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এটি রচনা করেছিলেন, তখন হয়তো তিনি ভাবতেও পারেননি যে পরবর্তীকালে তাঁর এই সৃষ্টি ভারতবাসীকে এতটা উদ্বেলিত করে তুলবে। এই গানের প্রতিটি শব্দে একটি তরঙ্গ অনুভূত হয়। দেশকে মা বলে সম্বোধন করে এই গানে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা বিস্ময়কর এবং অনন্য। সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলায় লেখা এই গানের প্রতিটি শব্দ দেশপ্রেমিকদের আন্দোলিত করেছিল এবং আজও করে চলেছে।”

“এই ক্লাসিক রচনাটি, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ৭ নভেম্বর, ১৮৭৫সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, প্রায় সাত বছর পরে এটি প্রকৃত খ্যাতি পেয়েছিল যখন বঙ্কিম বাবু ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠে এই গানটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।” এ কথা জানিয়ে সন্তোষবাবু বলেন, “আমার মনে হয়, বন্দে মাতরম বহিরাগত আগ্রাসনের দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে এতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে।” সন্তোষবাবুর কথায়, “ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে, আনন্দ মঠ না পড়লে, বন্দে মাতরমের আসল মর্মার্থ বোঝা খুব কঠিন বা সম্ভবত একপ্রকার অসম্ভব। এই উপন্যাসের চরিত্ররা স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে বন্দে মাতরমকে তাঁদের অস্ত্র বানিয়েছিলেন। বন্দে মাতরম তাঁদের দেশকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁদের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সব পরিস্থিতিতে অবিচল থাকার শক্তি দেয়। আপনি যখন এটি পড়বেন, আপনি অবশ্যই আপনার ভিতরে কিছু আলোড়ন অনুভব করবেন। বন্দে মাতরমের প্রতিটি ধ্বনি আপনার রক্ত সঞ্চালনকে দ্রুত করে তোলে, আপনার স্নায়ু টানটান হয়ে ওঠে। দেশপ্রেমের অনুভূতি আপনার মধ্যে আলোড়িত হতে থাকে এবং আপনার ভিতর থেকে একটি কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে- দেশ এবং তার উন্নতিসাধনই সবকিছু, এর চেয়ে বড় কিছু নেই।

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া বন্দে মাতরমের প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্বর তোলার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্দে মাতরমের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বন্দে মাতরম নিয়ে কিছু বিতর্কও উঠে এসেছে যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। অনেক সময় এটাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, বঙ্কিমবাবু এই গানটি দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন।” এ কথা জানিয়ে সন্তোষবাবু বলেন, “যাই হোক, এই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের দ্বারা বন্দে মাতরমের মর্যাদা কখনওই খর্ব করা যাবে না। এই যুগ যতদিন থাকবে, বন্দে মাতরম ভারতীয়দের দেশপ্রেমের অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে এবং জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে থাকবে।”

বিচারব্যবস্থাকে সম্মান করি, রায়ের জন্য অপেক্ষা করব: কেরালার এসআইআর স্থগিতের আবেদনে কংগ্রেস

কেরল, ২১ নভেম্বর : কেরালা সরকারের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া স্থগিতের আবেদন নিয়ে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার আগে কংগ্রেস জানিয়েছে, আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য তারা অপেক্ষা করবে। কংগ্রেসের মুখপাত্র সুরেন্দ্র রাজপুত বলেন, আমরা বিচারব্যবস্থাকে সম্মান করি এবং রায় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

আইএএনএস-কে তিনি জানান, শুনানি হবে, আমরা অপেক্ষা করব। আমরা সংবিধান ও বিচারব্যবস্থাকে সম্মান করি। শুনানির পর যে সিদ্ধান্ত আসবে, তার ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাব।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে কেরালা সরকারের সেই আবেদন শুনানি হওয়ার কথা, যেখানে তারা স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা (এলএসজিআই) নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।বুধবার প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মামলাটি তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয়, যখন সরকারের আইনজীবী আদালতকে জানান যে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচন নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও এসআইআর প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

কেরালা সরকার নিজেই সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আবেদন দায়ের করেছে। এর আগে হাই কোর্ট এসআইআর স্থগিতের আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। রাজ্যের দাবি, নির্বাচন ও এসআইআর একসঙ্গে পরিচালনা করলে ‘প্রশাসনিক জটিলতা’ দেখা দিতে পারে, কারণ পর্যাপ্ত জনবল নেই।

আবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে ১,৭৬,০০০ সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মী এবং ৬৮,০০০ নিরাপত্তা কর্মীর প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে এসআইআর পরিচালনার জন্য আরও ২৫,৬৬৮ কর্মীর দরকারযাঁরা মূলত একই সীমিত প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী থেকে নেওয়া হয়ফলে জনবল মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আবেদনে কেরালা পঞ্চায়েত রাজ আইন, ১৯৯৪ এবং কেরালা মিউনিসিপ্যালিটি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে নির্বাচন ২১ ডিসেম্বর ২০২৫-এর আগে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

সরকারের দাবি, এসআইআর ও নির্বাচন একই সঙ্গে চালালে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার উপর চাপ বাড়বে এবং পুরো প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে।

রাজপুতের মন্তব্যে পরিষ্কার হয়েছে যে কংগ্রেস বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অবস্থানে অটল রয়েছে, অন্যদিকে কেরালা সরকার নির্বাচন ও এসআইআর একসঙ্গে পরিচালনা কতটা সম্ভব, তার উপর আদালতের দিকনির্দেশনা চাইছে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তেই নির্ধারিত হবে এসআইআর পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলবে কি না, নাকি এলএসজিআই নির্বাচনের স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্ন পরিচালনা নিশ্চিত করতে সংশোধন প্রক্রিয়া পিছিয়ে দিতে হবে।

ওড়িশা সরকার দেবে সাশ্রয়ী বাড়ি, ভুবনেশ্বরকে ‘স্লাম-ফ্রি’ করতে পাইলট প্রকল্প শুরু

ভুবনেশ্বর, ২১ নভেম্বর: রাজধানী ভুবনেশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে স্লাম-মুক্ত করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল ওড়িশা সরকার। এবার থেকে শুধুমাত্র জমি নয়, স্লাম এলাকায় বসবাসরত উপযুক্ত নাগরিকদের সরকার সরাসরি পাকা বাড়ি প্রদান করবে।

সরকারের এই উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক বসতি এলাকার হাজারো পরিবারের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক আবাসন নিশ্চিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী কৃরুষ্ণ চন্দ্র মহাপাত্র জানান, রাজ্য সরকার রাজধানীর নগর চিত্র বদলাতে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।এই প্রকল্পের আওতায় ১৪ লাখ থেকে ৫০ লাখ টাকার মধ্যে সাশ্রয়ী আবাসন প্রদান করা হবে। মন্ত্রী জানান, পাইলট প্রকল্প হিসেবে ইতিমধ্যেই ৯০টি দুই শয়নকক্ষবিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম দফায় এই বাড়িগুলো স্লামবাসীদের বরাদ্দ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য যত বেশি সম্ভব আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতিরিক্ত আবাসিক ইউনিটের নকশা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে তা আরও বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে। জমি বরাদ্দের পরিবর্তে সরকার এবার সরাসরি সাশ্রয়ী বাড়ি নির্মাণ ও হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে দ্রুত এবং পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন সম্ভব হয়।

জোহানেসবার্গে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি-২০ নেতাদের সম্মেলনে অংশ নিতে তিন দিনের সরকারি সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। আজই তিনি জোহানেসবার্গে পৌঁছাবেন বলে জানা গেছে। এটি তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় চতুর্থ সরকারি সফর। এর আগে ২০১৬ সালে দ্বিপাক্ষিক সফরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা যান। পরে ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে তিনি ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে দেশটি সফর করেন।

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

TENDER

SL NO	NAME OF ZTHE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 4 nos Temporary Classroom at Girish Chandra Karbari Para high School, Raishyabari block under Dhalai District. PNIeT No: 122/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 58/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs.15,00,000.00	Rs.30,000.00	02 Month	25/11/2025 Up to 3.00 hrs	26/11/2025 Hrs on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 2 unit Additional Classrooms at Joynagar H.S. School under Kalacherra RD Block of North Tripura for the Year 2025-26. PAB. PNIeT No: 123/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 60/SE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs. 58,28,335.00	Rs.1,16,567.00	08 Month	25/11/2025 Up to 3.00 hrs	26/11/2025 Hrs on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 25/11/2025.
ICA/C-3056/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/73/2025-26 dated: 19/11/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking /Enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/ CPWD/MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT NO. EE-IED/AGT/105/2025-26	₹ 242,676.00	₹ 4,854.00	30(thirty) days
2	DNIeT NO. EE-IED/AGT/106/2025-26	₹ 413,206.00	₹ 8,264.00	365(three six five) days
3	DNIeT NO. EE-IED/AGT/107/2025-26	₹ 150,700.00	₹ 3,014.00	30(thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 29/11/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 29/11/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C 3049/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura Contact:700528548

CORRIGENDUM

Name of Work: Selection of agency for supply of 500 nos. electric auto-rickshaws.
In to NOTICE INVITING e-TENDER reference No.16-213/TW/PME/2023-24/Part-2/ I/979071/2025, dated, 05/10/2025 and Tender ID: 2025_DTWJD_66660_1 published on 30/10/2025 in the e-procurement portal (https://tripuratenders.gov.in), the last date for bid submission is hereby extended to 26th November, 2025 at 4:30 PM. The bids will now be opened on 26th November 2025 at 5:00 PM.
ICA/C/3043/35

(Subhasis Das, TCS, SSG)
Director of Tribal Welfare

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:-26/EE-IED/AMB/2025-26 Dated: 19/11/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	67/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 10,07,217.00	₹ 20,144.00	On 26/11/2025 Upto 17.00 Hrs	On 27/11/2025 At 10.00 Hrs
2	68/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 10,35,944.00	₹ 20,719.00		
3	69/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 13,79,147.00	₹ 27,583.00		
4	70/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 15,81,670.00	₹ 31,633.00		
5	71/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 3,11,342.00	₹ 6,227.00		
6	72/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 2,31,601.00	₹ 4,632.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/
ICA/C/3053/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

কয়লা চোরাচালান মামলা: পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে ইডির অভিযানে নগদ ও সোনার বিপুল জব্দ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে শুক্রবার সকাল থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশি ও অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনা উদ্ধার হয়েছে। তদন্তসংক্রান্ত সূত্র জানিয়েছে, দুই রাজ্যে মোট ২৫টি স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হলেও তিনটি স্থানে বিশেষভাবে অপ্রদর্শিত নগদ ও সোনা পাওয়া গেছেযেগুলো তিনটিই পশ্চিমবঙ্গের।

তবে ঠিক কোন কোন স্থান থেকে এই নগদ ও সোনা জব্দ হয়েছে, সে বিষয়ে ইডি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া অন্তত ১ কোটি টাকা নগদের গণনা ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, এবং রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গণনার কাজ চলছিল। পাশাপাশি জব্দ সোনারযার বেশিরভাগ অলংকারমূল্যায়নের কাজও শুরু করেছে ইডি।

দিনের শেষে মোট কত নগদ ও সোনা উদ্ধার হলো, তা সঠিকভাবে জানা যাবে মুদ্রা গণনা ও সোনার মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হলে।

পশ্চিমবঙ্গের যেসব স্থানে আজ অভিযান হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে আসানসোলের কয়লাক্ষেত্র অঞ্চলে ভারত কোকিং কোল লিমিটেড (বিসিসিএল)-এর একজন হাই-প্রোফাইল ঠিকাদারের অফিস ও বাড়ি। এছাড়া, কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আরও তিনজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছেযার মধ্যে দু’টি সল্টলেকে এবং একটি হাওড়ার সলাপ ক্রসিং এলাকায়।

বহু-কোটি টাকার কয়লা চোরাচালান মামলা নিয়ে ইডি ও সিবিআই সমান্তরাল তদন্ত চালাচ্ছে। সম্প্রতি সিবিআই আদালতকে জানিয়েছে যে তাদের তদন্ত প্রক্রিয়া শিগগিরই শেষ হবে। সিবিআই-এর এমন অবস্থান আদালতে উপস্থাপনের কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে একাধিক স্থানে ইডির এই ব্যাপক অভিযান শুরু হলো, যা তদন্তে নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্রাসেলসে চতুর্থ ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রিসভা ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব সিবি জর্জ

ব্রাসেলস, ২১ নভেম্বর : ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রিসভা ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম বিভাগ) সিবি জর্জ।

অনুষ্ঠানে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতিবিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি কাজা ক্যালাসসহ সাইপ্রাস, মালদ্বীপ, সোমালিয়া এবং তুভালুর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ আজ ব্রাসেলসে চতুর্থ ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রিসভা ফোরামের উদ্বোধনী সভায় অংশ নেন এবং ইইউ এইচআরভিপি কাজা ক্যালাসসহ বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত ব্রাসেলসে চতুর্থ ইইউ-ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রিসভা ফোরাম আয়োজন করছে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত অংশীদার দেশগুলির প্রতিনিধিদের এই ফোরামে একত্রিত করা হয়েছে।ফোরামে ইইউ ও ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলি একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সহযোগিতা, মুক্ত বাণিজ্য, জাতিসংঘ সনদের নীতি এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা রক্ষার ওপর আলোচনা করছে।

২০২১ সালে ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল ঘোষণার পর থেকে এই মন্ত্রিসভা ফোরাম দু’পক্ষের সম্পর্ককে আরও গভীর করা, অংশীদারিত্ব জোরদার করা এবং সহযোগিতার নতুন পথ খুঁজে বের করার গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।ব্রাসেলসে ইইউ সদর দফতরে সিবি জর্জ ইউরোপীয় এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিস (ইইএএস)-এর সেক্রেটারি-জেনারেল বেলেন মার্টিনেজ কার্বোনেলের সঙ্গেও বৈঠক করেন।বৈঠকে ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি, যৌথ ভারত-ইইউ সমন্বিত কৌশলগত এজেন্ডা এবং আসন্ন ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনকে সামনে রেখে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আসন্ন ভারত-ইইউ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি এবং পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি নিয়ে ইইএএস-এর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার বিষয়েও তিনি ব্রিফ করেন।

নেহরুর রচনাবলি শুধু ইতিহাস নয়, ভারতের বিবেকের বিবর্তনের দলিল: রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নির্বাচিত রচনাবলির ১০০ খণ্ডের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার বলেন, নেহরুর লেখা শুধু ইতিহাস নয়, ভারতের বিবেকের ক্রমবিবর্তনেরও প্রতিচ্ছবি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, নেহরুর লেখাগুলি শুধু ইতিহাস নয়, তারা ভারতের বিবেকের বিকাশমান রেকর্ড। আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রার সাহস, সংশয়, স্বপ্নসবকিছু বোঝার জন্য তাঁর বক্তব্য আজও এক শক্তিশালী পথনির্দেশক। তিনি আরও বলেন, এই ঐতিহ্য এখন উন্মুক্ত, অনুসন্ধানযোগ্য এবং সবার জন্য বিনামূল্যে উপলব্ধ হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও এক্স-এ লেখেন, তথ্য তথ্যই থাকেআপনার পছন্দ-অপছন্দে তা পালিয়ে যায় না। তিনি জানান, নেহরু সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ও ভ্রান্তির যুগে তাঁর রচনাবলিকে ডিজিটাইজ করা সত্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাড়গে “দ্য নেহরু আর্কাইভ” চালু হওয়াকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দেন।

নেহরু আর্কাইভের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এটি নেহরুর লেখা, ভাষণ, নথি, দৃশ্য-শ্রাব্য উপাদান সংরক্ষণের জন্য গড়ে ওঠা একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি। ১৯০৩ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সময়কালের নির্বাচিত রচনাবলির ১০০ খণ্ড ইতিমধ্যেই আপলোড করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধানযোগ্য এবং বিনামূল্যে ডাউনলোডযোগ্য।

জেএনএমএফ জানিয়েছে, নেহরুর পুরো ১০০ খণ্ডের রচনাবলি এখন ডিজিটালভাবে উন্মুক্ত। মূল গ্রন্থগুলোর প্রতিলিপি ও ডিজিটাল পাঠ পাশাপাশি রাখা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর হিন্দি ভাষণের মূল রূপ ও ইংরেজি অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মোট ৩৫,০০০ নথি ও প্রায় ৩,০০০ আলোকচিত্র এতে রয়েছে।

সংস্থার সচিব অধ্যাপক মাধবন পালাট বলেন, ১৯২০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের যেকোনো দিক নিয়ে গবেষণা করতে চাইলে এই অনলাইন আর্কাইভ অমূল্য সম্পদ হবে। তিনি জানান, ভবিষ্যতে আরও ছবি, অডিও, ভিডিও, নেহরুর অন্যান্য বই, তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পাবলিক ডোমেইনে থাকা অন্যান্য নথি ধাপে ধাপে যোগ করা হবে।

শুক্রবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

কাজের সন্ধান

ভারতীয় রেলে এনটিপিসি ৫,৮১০ আবেদনের শেষ তারিখ বাড়লো

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। আবেদনের শেষ তারিখ এক সপ্তাহ বাড়ানো হলো। কর্মপ্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ভারতীয় রেলে এনটিপিসি অর্থাৎ চীফ কমার্শিয়াল, টিকিট সুপারভাইজর, স্টেশন মাস্টার, গুডস্ ট্রেন ম্যানেজার, একাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এনটিপিসি অর্থাৎ চীফ কমার্শিয়াল, টিকিট সুপারভাইজর, স্টেশন মাস্টার, গুডস্ ট্রেন ম্যানেজার, একাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ৫,৮১০ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৫,৮১০টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ৯২২টি, এসটি'র জন্য ৪৫৭টি, ওবিসি'র জন্য ১,৫০৮টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬০২টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২,৩২১টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১১৪টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ৫৮০টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃপদের নাম ঃ চীফ কমার্শিয়াল -কাম-টিকিট সুপারভাইজর ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৬, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ৩৫,৪০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বি-২, শূন্যপদ ১,৭৩৬টি। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ স্টেশন মাস্টার ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৬, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ৩৫,৪০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড এ-২, শূন্যপদ ৬১৫টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম ঃ গুডস ট্রেন ম্যানেজার ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৫, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ২৯,২০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড এ-২, শূন্যপদ ৩,৪১৬টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র একাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৫, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ২৯,২০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড সি-২, শূন্যপদ ৯২১টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৫, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ২৯,২০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড সি-২, শূন্যপদ ৬৩৮টি। প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক হতে হবে অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮-৩৩ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৮ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৬ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, শারীরিক প্রতিবন্ধী যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৭ নভেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস এবং সিগনেচার। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে সংশোধনের সুযোগও পাবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর সিইএন নং - ০৬/ ২০২৫। অনলাইনে দরখাস্ত সম্পূর্ণ হলে প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া পেমেন্ট স্লিপ বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৯০ মিনিট সময়ের মধ্যে ১২০টি এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পূর্ণমান ১২০। সফল হলে সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **মাল্টি স্কিলড্ ওয়ার্কার, মেকানিক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছানোর শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ওএনজিসি-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **এটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট, পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **ট্রেইনস ক্লার্ক, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩,০৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি ম্যানেজার, ট্রান্সলেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেশন মাস্টার** ইত্যাদি নন-টেকনিক্যাল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* সেবি-তে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, পিজি হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির অধীনে **এটেন্ড্যান্ট, ড্রাইভার, কাউন্সেলর, স্টাফ নার্স, অফিসার, ম্যানেজার, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি/ রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৯ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তরে ও কর্পোরেট সেক্টরে **এমপিএস, কুক, ডিটিপি অপারেটর, প্রজেক্ট অফিসার, একাউন্ট্যান্ট, ইনস্ট্রাক্টার, ফিনান্স অফিসার, রিসোর্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটি সহ বড় শহরে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কললেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* আর্মি-তে **সোলজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর, র‍্যালী সহ পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এইইমস-এ **স্টাফ নার্স, পি.এ, টেকনেশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, সিকিউরিটি অফিসার ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বিদ্যুৎ নিগমে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত বিভিন্ন মাধ্যমে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **মাল্টি স্কিলড্ ওয়ার্কার, মেকানিক (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর,
স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছানোর শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর,
স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ওএনজিসি),**
শূন্যপদ ঃ ২৬২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমও (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেইনস ক্লার্ক, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩,০৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার, ট্রান্সলেটর (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেশন মাস্টার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৮১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অফিসার (সেবি),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, পিজি হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, ড্রাইভার, কাউন্সেলর, স্টাফ নার্স, অফিসার, ম্যানেজার, এমও (এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি),**
শূন্যপদ ঃ ২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি/ রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৯ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমপিএস, কুক, ডিটিপি অপারেটর, প্রজেক্ট অফিসার, একাউন্ট্যান্ট, ইনস্ট্রাক্টার, ফিনান্স অফিসার, রিসোর্ট ম্যানেজার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৭০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটি সহ বড় শহরে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কললেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সোলজার (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১৪২৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর,
র‍্যালী সহ পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, পি.এ, টেকনেশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, সিকিউরিটি অফিসার .... (এইইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৮৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (বিদ্যুৎ নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত বিভিন্ন মাধ্যমে জানানো হবে।

ওএনজিসি-তে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ওএনজিসি-তে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এর জন্য দরখাস্তের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। সারা দেশ জুড়ে ওএনজিসি-তে ট্রেড এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা মোট ২,৬২৩টি, তবে সারা দেশ জুড়ে ২২টি ওয়ার্ক সেন্টারের মতো ত্রিপুরা অ্যাসেটের জন্য ২০০ পদ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ ইত্যাদি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ইতোমধ্যেই বাছাইকৃতদের তালিকা বা ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে। পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

সারা দেশ জুড়ে ও এন জি সি'র ২২টি ওয়ার্ক সেন্টারে (ত্রিপুরা অ্যাসেট সহ) ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ২,৬২৩ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ওএনজিসি-তে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৬-১১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ০৬-১১-২০০১ থেকে ০৬-১১-২০০৭ এর মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ থাকবে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, ক্যারিয়ার ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ওএনজিসি/ এপিপিআর/ ১/ ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি ইন্টারভিউর বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। দরখাস্তের একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে ত্রিপুরা অ্যাসেটের তথা ওয়ার্ক সেন্টার আগরতলার জন্য ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন হলো —

ক্রমিক নং ১ ঃ কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ আসন সংখ্যা ৪২টি। যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'সি.ও.পি.এ বা কোপা' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। ক্রমিক নং ২ ঃ ড্রাফ্টসম্যান (সিভিল) ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'ড্রাফ্টসম্যান' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৭টি। ক্রমিক নং ৩ ঃ ইলেকট্রনিক্স মেকানিক ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'ইলেকট্রনিক্স মেকানিক' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৬টি। ক্রমিক নং ৪ ঃ ইলেকট্রিশিয়ান ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'ইলেকট্রিশিয়ান' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ১৮টি। ক্রমিক নং ৫ ঃ এক্সিকিউটিভ ফিনান্স (অয়েল এন্ড গ্যাস) ঃ যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম পাশ হতে হবে। আসন সংখ্যা ৯টি। ক্রমিক নং ৬ ঃ ফায়ার সেফটি টেকনেশিয়ান (অয়েল এন্ড গ্যাস) ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'ফায়ার সেফটি টেকনেশিয়ান' বা সমতূল্য বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৫টি। ক্রমিক নং ৭ ঃ ফিটার ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'ফিটার' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ২৫টি। ক্রমিক নং ৮ ঃ ইন্সট্রুমেন্টেশন মেকানিক ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৮টি। ক্রমিক নং ৯ ঃ মেকানিক ডিজেল ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'মেকানিক ডিজেল' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ২১টি। ক্রমিক নং ১০ ঃ মেকানিক (মোটর ভেহিকল) ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'মেকানিক মোটর ভেহিকল' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৪টি। ক্রমিক নং ১১ ঃ মেকানিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'মেকানিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ২টি। ক্রমিক নং ১২ ঃ মেশিনিস্ট ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'মেশিনিস্ট' বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৪টি। ক্রমিক নং ১৩ ঃ সেক্রেটারিয়েল অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট - অয়েল এন্ড গ্যাস ঃ যোগ্যতা - বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে। আসন সংখ্যা ৪টি। ক্রমিক নং ১৪ ঃ সার্ভেয়ার ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'সার্ভেয়ার' ট্রেড নিয়ে পাশ করা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৮টি। ক্রমিক নং ১৫ ঃ ওয়েল্ডার (গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক) ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে 'ওয়েল্ডার' ট্রেড নিয়ে পাশ করা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ১১টি। ক্রমিক নং ১৬ ঃ ইলেকট্রিক্যাল এক্সিকিউটিভ (গ্র্যাজুয়েট) ঃ যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইলেকট্রিক্যাল' বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিই পাশ হতে হবে। আসন সংখ্যা ৭টি। ক্রমিক নং ১৭ ঃ ইনস্ট্রুমেন্টেশন এক্সিকিউটিভ (গ্র্যাজুয়েট) ঃ যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইনস্ট্রুমেন্টেশন' বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিই পাশ হতে হবে। আসন সংখ্যা ৪টি। ক্রমিক নং ১৮ ঃ মেকানিক্যাল এক্সিকিউটিভ (গ্র্যাজুয়েট) ঃ যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মেকানিক্যাল' বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিই পাশ হতে হবে। আসন সংখ্যা ১৫টি।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে ৮,২০০ টাকা থেকে ১২,৩০০ টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদনের পদ্ধতি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'ক্যারিয়ার ট্যাব'-এ। প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও কাগজপত্র হাতের কাছেই রাখতে হবে। ইন্টারভিউতে ডাক পেলেই সেগুলো দেখাতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে অগ্রাধিকার পেয়ে যাবেন, তবে যে-কোনও সময়ে এই এপ্রেন্টিসশিপের ভিত্তিতে ওএনজিসি'র কাছে নিয়মিত চাকরির জন্য কোনও দাবিদাওয়া করা যাবে না। প্রার্থীদের অবগতির জন্য আরও জানানো হয়েছে যে, এপ্রেন্টিসদের নিয়মিত চাকরির জন্য ওএনজিসি'র কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না।

ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমে শতাধিক ম্যানেজার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিদ্যুৎ নিগমে ম্যানেজারপদে নিয়োগের জন্য সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত বিভিন্ন মাধ্যমে জানানো হবে। এককথায়, টি.এস.ই.সি.এল বা ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড অর্থাৎ ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের অধীনে ফিল্ড ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এই চাকরি সমূহ সম্পূর্ণ টি.এস.ই.সি.এল বা ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড অর্থাৎ ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের অধীনে। গ্রেড-এ ও গ্রেড-বি ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য শর্তবলীর পাশাপাশি, ০৭-১১-২০২৫ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা অর্থাৎ ১৮-৪০ বছর থাকলে নির্দিষ্ট ঠিকানায় সরাসরি দরখাস্ত জমা করতে পারেন বা ডাকযোগে পাঠাতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৪/ টিএসইসিএল/ ২০২৫-২৬, তারিখ ৫ নভেম্বর, ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন সাদা কাগজে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুযায়ী। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিস্তারিত উল্লেখ করে দরখাস্তের ফরম্যাট প্রিন্টআউট করে নিতে পারেন। দরখাস্ত সরাসরি জমা করতে হবে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে, ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন অফিস চলাকালীন সময়ে। এই ঠিকানায় ঃ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টি.এস.ই.সি.এল), বিদ্যুৎ ভবন, নর্থ বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম) , পিন- ৭৯৯০০১। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত ফিল-আপের আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। দরখাস্তের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসের সেল্ফ-এটেস্টেট জেরক্স কপি, ডিমান্ড ড্রাফ্ট, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি জুড়ে দেবেন। পরীক্ষায় এবং পরে ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, দরখাস্ত পূরণ করা, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটেও।

শূন্যপদগুলো হলো — ম্যানেজার (ইলেট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল/ সিভিল), গ্রেড এ ঃ ক্রমিক নং (১) - পদের নাম - ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল) , গ্রেড-এ , শূন্যপদ ২৪টি। এসটি - ৭টি, এসসি -২, অসংরক্ষিত - ১৫। ক্রমিক নং (২) - পদের নাম - ম্যানেজার (মেকানিক্যাল), গ্রেড-এ , শূন্যপদ ৪টি। এসটি - ১টি, এসসি -১, অসংরক্ষিত - ২। ক্রমিক নং (৩) - পদের নাম - ম্যানেজার (সিভিল), গ্রেড-এ , শূন্যপদ ৮টি। এসটি - ৩টি, এসসি -১, অসংরক্ষিত - ৪। যোগ্যতা - স্বীকৃত যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ হতে হবে। পিআরটিসি থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জ্ঞান থাকতে হবে। মূল মাইনে সেল-১, লেভেল-১৩ (রিভাইজড) অনুযায়ী ১০,২৩০-৩৪,৮০০ টাকা স্কেল হিসেবে, প্রতি মাসে বেতনক্রম হবে। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। ম্যানেজার (ইলেট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল/ সিভিল), গ্রেড বি ঃ ক্রমিক নং (১) - পদের নাম - ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল), গ্রেড-বি, শূন্যপদ ৫৮টি। এসটি - ২৬টি, এসসি -৬, অসংরক্ষিত - ২৬। ক্রমিক নং (২) - পদের নাম - ম্যানেজার (মেকানিক্যাল), গ্রেড-বি, শূন্যপদ ২টি। এসটি - ১টি, অসংরক্ষিত - ১। ক্রমিক নং (৩) - পদের নাম - ম্যানেজার (সিভিল), গ্রেড-বি, শূন্যপদ ৮টি। এসটি - ৩টি, এসসি -১, অসংরক্ষিত - ৪। যোগ্যতা - স্বীকৃত যে-কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। স্বীকৃত যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। পিআরটিসি থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জ্ঞান থাকতে হবে। মূল মাইনে সেল-১, লেভেল-১০ অনুযায়ী ৫,৭০০-২৪,০০০ টাকা স্কেল হিসেবে, প্রতি মাসে বেতনক্রম হবে। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স হতে ০৭-১১-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮-৪০ বছর। এসটি/এসসি/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুসারে ছাড় রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য আবশ্যকতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে সমস্ত কিছুই দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে। নিয়োগ হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেই ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাবেন। তবে নির্দিষ্ট সময়ে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর সংক্রান্ত বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে এঁদের ওয়েবসাইটে এবং এডমিট কার্ড - কাম - হল টিকিটের মাধ্যমে। এছাড়াও সিলেবাস সহ বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে এঁদের ওয়েবসাইটে।

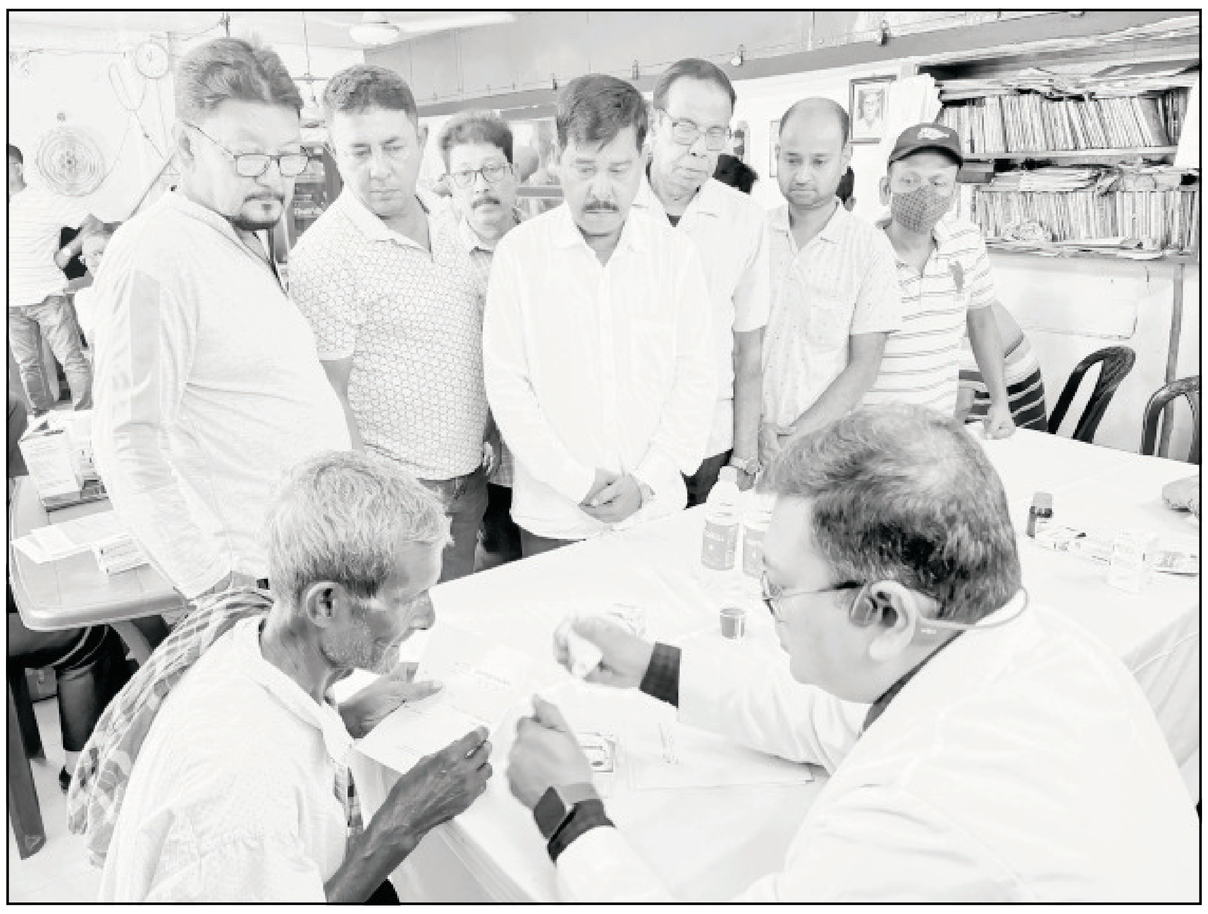

শুক্রবার আগরতলায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বেঙ্গল এসআইআর: প্রায় ২৬ শতাংশ গণনাপত্র ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন

কলকাতা, ২১ নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় পুনরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের গণনাপত্র ডিজিটাইজেশন কাজ সন্তোষজনক গতিতে এগোচ্ছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ২৬ শতাংশ ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুসারে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মোট ১.৯৫ কোটি গণনাপত্র ডিজিটাইজ করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই ভোটারদের মধ্যে বিতরণ হওয়া ৭,৬৪,১১, ৯৮৩টি ফর্মের ২৫.৫ শতাংশ।

অক্টোবর ২৭-এ প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৭,৬৬,৩৭,৫২৯। অর্থাৎ এখনও ২,২৫,৫৪৬টি গণনাপত্র বিতরণ বাকি রয়েছে।

সিও দপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন প্রতিদিনের লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর থেকেই বিএলও—দের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া গতি পেয়েছে। প্রতিটি বুথ—লেভেল অফিসারকে প্রতিদিন সংগ্রহ করা ১৫০টি গণনাপত্র কমিশনের বিশেষ অ্যাপে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নভেম্বরে শেষের মধ্যে পুরো ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যেই এই দৈনিক কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মকর্তা আরও জানান, ডিজিটাইজেশন কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে কমিশন। বৃহস্পতিবারই কলকাতার সাতজন বিএলও —কে ধীরগতির কাজের জন্য শোকজ নোটিস দেওয়া হয়েছে।

এর আগে চলতি মাসেই আটজন বিএলও —কে শোকজ নোটিস পাঠানো হয় গণনাপত্র বিতরণের নিয়ম ভঙ্গ করে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শর্টকাট পদ্ধতিতে ফর্ম দেওয়ার অভিযোগে। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, বিএলও —দের এই ফর্মগুলি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে তুলে দিতে হয়।

এছাড়া, আটজন বুথ—লেভেল এজেন্টের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, যারা নাকি বিএলও—দের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং নিজেরাই গণনাপত্র সংগ্রহ করে বিতরণ করার চেষ্টা করেছেন। অভিযুক্তরা সকলেই শাসক তৃণমূল কংগ্রেস—ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে।

লুংলেইয়ে স্থাপিত হবে মিজোরাম স্টেট ইউনিভার্সিটির মুখ্য কেন্দ্র: সিএম লালদুহোমা

আইজল, ২১ নভেম্বর: মিজোরাম সরকার লুংলেইতে প্রস্তাবিত মিজোরাম স্টেট ইউনিভার্সিটির মুখ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দক্ষিণ জেলা বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতিক্রিয়ায় এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা, বৃহস্পতিবার লুংলেই হাই-পাওয়ার্ড কমিটির বৈঠকে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত পূর্বের পরিকল্পনা থেকে একটি পরিবর্তন, যেখানে ইউনিভার্সিটির মূল কেন্দ্র আইজলে স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। প্রয়োজনে আইন সংশোধনের মাধ্যমে এই নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, যা মিজোরামের সার্বিক শিক্ষাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

মিজোরাম স্টেট ইউনিভার্সিটি বিল, ২০২৫, যা ৪ মার্চ রাজ্যসভায় পাস হয়েছে, ১৫ বছরের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজকে একত্রিত করে একটি শিক্ষামূলক রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর অধীনে।

উচ্চ ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা মন্ত্রী ভানলালথলানা জানান, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় একটি ক্লাস্টার মডেল অনুসরণ করবে, যা একাধিক কলেজ ও প্রতিষ্ঠানকে এক প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসবে। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মিজোরাম ইউনিভার্সিটি ২০৩৫ সালের মধ্যে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবর্তিত হবে এবং নতুন কলেজ সংযোগ নেওয়া বন্ধ করবে।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, রাজ্যের ২১টি কলেজের মধ্যে বেশিরভাগই বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত ডিগ্রি প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করেনি, যা তাদের রাজ্যের বাইরে সংযুক্তি খুঁজতে বাধ্য করতে পারে। প্রস্তাবিত স্টেট ইউনিভার্সিটি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে এবং স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও কারিগরি প্রোগ্রামে শিক্ষাগত সুযোগ সম্প্রসারণ করবে।

শ্রম আইনগুলির ঐতিহাসিক সংস্কার: ভারতের কর্মীদের জন্য আরও উন্নত সুবিধা নিশ্চিত করবে সরকার

নয়া দিল্লি, ২১ নভেম্বর:শুক্রবার, সরকার একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, যার মাধ্যমে চারটি প্রধান শ্রম কোড কার্যকর করা হয়েছে। এই কোডগুলোর লক্ষ্য হলো শ্রম আইনগুলো সরলীকরণ ও সমন্বয় করে কর্মীদের জন্য উন্নত মজুরি, নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং উন্নত কল্যাণ নিশ্চিত করা।

এই চারটি শ্রম কোড হলো: কোড অন মজুরি, ২০১৯, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০, কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, ২০২০ এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের শর্তাবলী কোড, ২০২০. ২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে এই কোডগুলোর মাধ্যমে ২৯টি বিদ্যমান শ্রম আইন একীভূত করা হয়েছে।

সরকারের এই উদ্যোগ প্রাচীন উপনিবেশিক কাঠামো থেকে মুক্তি পেতে এবং আধুনিক বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

নিয়োগপত্র বাধ্যতামূলক: সমস্ত শ্রমিকের জন্য নিয়োগপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা, চাকরির নিরাপত্তা এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেবে। আগে এটি বাধ্যতামূলক ছিল না।

সামাজিক সুরক্ষা: সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোড, ২০২০ অনুযায়ী, সব ধরনের কর্ম-সহ গিগ ও প্ল্যাটফ কর্পোরেশনসামাজিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হবে। পিএফ, ইএসআইসি, বিমা ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। আগে সীমিত সুবিধা ছিল। ন্যূনতম মজুরি: মজুরি সংক্রান্ত কোড, ২০১৯ অনুযায়ী, সব প্রদানের জন্য নূনতম মজুরি এবং সময় অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আগে এটি শুধুমাত্র একটি অংশ বা প্রচার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা: ৪০ বছরের বেশি বয়সী কর্মীদের জন্য বার্ষিক বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগে এর কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না।*সময়মতো মজুরি প্রদান: শ্রমিকদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও মানসিক চাপ কমানোর জন্য নিয়মিত মজুরি প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

নারী কর্মীদের অধিকার: নারী শ্রমিকেরা এখন রাতের শিফটসহ সমস্ত ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তাদের সম্মতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে। উচ্চ বেতনের চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থাকবে। আগে কিছু কাজ ও রাতের শিফটে নারীর চাকরি সীমিত ছিল।

আইআইটি গুয়াহাটিতে নতুন মাইক্রোবিয়াল প্রযুক্তি, দূষিত জলে সীসা অপসারণে কার্যকর

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুয়াহাটির গবেষকরা সায়ানোব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে দূষিত জলে থাকা সীসা অপসারণের জন্য একটি পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিটি বায়োরিমিডিয়েশন-ভিত্তিক এবং প্রচলিত রাসায়নিক নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনায় কম খরচে এবং টেকসই সমাধান প্রদান করে।

জার্নাল অফ হ্যাজারডাস ম্যাটেরিয়ালসে প্রকাশিত গবেষণায় সায়ানোব্যাকটেরিয়ার-৫০ প্রজাতির বিভিন্ন অংশের সীসা শোষণের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে। গবেষকরা দেখেছেন যে, এই অণুজীবের উৎপাদিত প্রাকৃতিক বায়োপলিমার এক্সোপলিস্যাকারাইডস সর্বোচ্চ ৯২.৫ শতাংশ সীসা অপসারণে সক্ষম।

গবেষক দলের তথ্য অনুযায়ী, সীসা বিশ্বের অন্যতম বিষাক্ত দূষক। এটি প্রায় ৮০০ মিলিয়ন শিশুকে প্রভাবিত করে, যার মধ্যে প্রায় ২৭৫ মিলিয়ন শিশু ভারতেই আছে। সীসা শিল্পকর্মের বর্জ্য, কৃষি-নদী দূষণ এবং পুরনো পাইপলাইনের মাধ্যমে জলাশয়ে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ দশক ধরে থেকে যাওয়ার ফলে গুরুতর স্নায়ুবিক ও শারীরিক বিকাশজনিত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

বায়োসায়েন্স ও বায়োইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক দেবাশীষ দাশ জানান, এই সায়ানোব্যাকটেরিয়াল পদ্ধতিতে কম শক্তির প্রয়োজন এবং উন্নত অবকাঠামো ছাড়াই এটি বাস্তবায়ন করা যায়। তিনি বলেন, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, বিদ্যমান প্রযুক্তির তুলনায় এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার খরচ প্রায় ৪০—৬০ শতাংশ কমানো সম্ভব, তবে দক্ষতা সমান বা তার চেয়েও বেশি।

বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসের নতুন ধারা শুরু হয়েছে: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: ১০ নভেম্বর দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের মূল বোমারূপকারী ড. উমর মুহাম্মদ হিসেবে ধরা পড়ার এবং কয়েকজন চিকিৎসক গ্রেফতারের পর বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র মুখতার আব্বাস নকভী শুক্রবার জানান, তিনি "দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য" যে দেশের বিরুদ্ধে একটি নতুন ধরণের 'বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসের' সূচনা হয়েছে।

এ সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারে মুখতার আব্বাস নকভী বলেন, আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য যে 'বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসের' নতুন ধারা শুরু হয়েছে। এই শিক্ষিত বিস্ফোরক তরঙ্গ দেশের স্বার্থে নয়। মানুষকে একত্রিত হয়ে এটি বন্ধ করতে হবে। যে কোনো দেশ যা এমন উপাদানকে উৎসাহ দেয় বা রক্ষা করে, সে মানবতা বা ইসলামপ্রীতির দাবিদার হতে পারবে না। যারা 'ইসলাবাদ' নিয়ে কথা বলে তারা আসলে ইসলাম ও মানবতার শত্রু। তিনি বিশেষ নিবিড় পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও কেরালায় স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা নির্বাচনের আগে এর স্থগিতকরণের বিতর্কের প্রতিক্রিয়াও দেন।

নকভী বলেন, একটি সংবিধানিক প্রক্রিয়ার প্রতি অপরাধমূলক প্রতিক্রিয়া দেশের স্বার্থে নয়। কিছু মানুষ পরীক্ষা দেওয়ার আগে অভিযোগ করে যে প্রশ্নপত্র সিলেবাসের বাইরে। আগে বুধবার প্রধান বিচারপতি বি.আর. গাভাই-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছেন যে কেরালার এসআইআর প্রক্রিয়া চলমান থাকা সত্ত্বেও, তারা আবেদনের তালিকাভুক্তি করবে। কেরালা সরকার এসআইআর প্রক্রিয়ার স্থগিতকরণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে, যা কেরালা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী 'রাইট পিটিশন' প্রত্যাখ্যানের পর এসেছে।

যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডাক সঞ্চয় ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : আজ যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি ডাক বিভাগে একটি উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে ডাক সঞ্চয় ব্যাংকের ডিজিটাল ও আর্থিক নিরাপত্তা কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কর্মকর্তাদের জন্য বায়োমেট্রিক ও ওটিপি-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। তিনি প্রযুক্তিভিত্তিক, বহুস্তরীয় এবং প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ডাক নেটওয়ার্কে আয় ফাঁকফোকর কমানোর আহ্বান জানান। ডঃ পেম্মাসানি আরও নির্দেশ দেন যে, উচ্চ-পরিমাণ লেনদেনের ডাকঘরগুলিতে ফোকাসড ফিল্ড অডিট পরিচালনা করা হোক এবং ওজন মাপার যন্ত্রগুলি ডাক আইটি সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা হোক, যাতে ম্যানুয়াল ত্রুটি ও কম ইনভয়েসিং এড়ানো যায়।

নতুন দিল্লিতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-এর সভাপতিত্বে ১১তম প্রাক-বাজেট বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আজ অবকাঠামো ও জ্বালানি খাতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ১১তম প্রাক-বাজেট পরামর্শ বৈঠকের সভাপতিত্ব করলেন। আগামী কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭—কে কেন্দ্র করেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রক, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের সচিবরা। এছাড়া রেলবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টাও বৈঠকে অংশ নেন।

অর্থমন্ত্রী এর আগের দিন বাণিজ্য ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠন, পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনা করেন। প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের আগে বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞ, শিল্প নেতৃবৃন্দ, অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে অর্থ মন্ত্রক।

এই পরামর্শ বৈঠকগুলির মূল উদ্দেশ্য হল আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতামত ও চাহিদাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা।

৫৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দ্বিতীয় দিন শুরু

গোয়া, ২১নভেম্বর: ৫৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই) আজ দ্বিতীয় দিনে প্রবেশ করেছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী রাজ্যমন্ত্রী ড. এল. মুরুগন আজ আইএফএফআই-এর পার্শ্ববর্তী "অ্যাম্বাসেডরস' রাউন্ড টেবিল অন কো-প্রোডাকশন" পরিচালনা করেন। সভায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র কো-প্রোডাকশন সম্প্রসারণ, পাইরেসি রোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসবে প্রচার করার বিষয় আলোচনা করা হয়। সভায় বক্তৃতা কালে ড. মুরুগন আন্তর্জাতিক কো-প্রোডাকশনের ওপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভারত নিজেকে বিশ্বের জন্য একটি স্টুডিও হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। তিনি বলেন, আগামী ১০ বছরে দেশের মিডিয়া ও বিনোদন খাতের আয় ৩১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে। এই কো-প্রোডাকশন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকে ভারত এবং এর বহুজাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। ড. মুরুগন পাইরেসির বিষয়েও আলোচনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এই রাউন্ডটেবিল প্রতিভা বিনিময়, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, পাইরেসি রোধ কৌশল শক্তিশালীকরণ, সীমান্ত পার চলচ্চিত্র প্রযোজনার সরলীকরণ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এদিকে, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব সঞ্জয় জাজু আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানের স্টুডিও এবং দেশে ক্রমবর্ধমান ভিএফএক্স প্রযুক্তির

মায়ানমার থেকে উদ্ধার হওয়া ৩৭০ ভারতীয়দের মধ্যে ৫৫ জন অন্ধ্রপ্রদেশের

আমরাবতি, ২১ নভেম্বর: মায়ানমারের সাইবারক্রাইম হাব থেকে উদ্ধার হওয়া ৩৭০ ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ৫৫ জন অন্ধ্রপ্রদেশের। এরা সবাই থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

ভারতে ফেরানো নাগরিকরা তিনটি ফ্লাইটে দিল্লিতে অবতরণ করেন। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার সূত্রে জানা গেছে, এদের সবাই বিজয়বাড়া এবং বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা।

দিল্লির এপি ভবনের কর্মকর্তারা ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের থেকে তাদের গ্রহণ করে নিরাপদে এপি ভবনে নিয়ে যান। ফিরিয়ে আনা নাগরিকদের অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা এবং খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।

মোবাইল ফোন মায়ানমারে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় এবং তাদের কাছে অর্থ না থাকায় তারা ভীষণ দুরবস্থায় ছিলেন। তাদের যাত্রার খরচ সামলানোর জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার প্রত্যেকের জন্য ১,০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করেছে।

যাত্রা সহজ করতে নর্থার্ন রেলওয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে জরুরি কোটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকেই শুক্রবার তাদের নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা হবেন।

ফিরিয়ে আনা ৫৫ জন নাগরিক দিল্লিতে প্রদত্ত বিশেষ যত্নের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এই অভিযানের মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার মোট ৭৯ জনকে মায়ানমারের সাইবারক্রাইম নেটওয়ার্ক থেকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এর আগে ২৪ জন অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা থাইল্যান্ড থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

উদ্ধার হওয়া ভারতীয়রা সংগঠিত সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন, যারা তাদের উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেছিল এবং পরে আইনবিরুদ্ধ অনলাইন কাজ করতে বাধ্য করেছিল। নতুন দিল্লিতে অবতরণের পরে প্রত্যেককে অভিবাসন ও কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পরে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া, এই মাসের শুরুতে ২৭০ ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ১১ জন তেলঙ্গানার ছিলেন। তারা মায়ানমারের সাইবারক্রাইম হাবের সামরিক অভিযান পর থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ভারত সরকার এ ধরনের প্রতারণামূলক জালিয়াতি স্থাপনা থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফেরানোর অভিযান অব্যাহত রাখছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ঘোষণা

পরবর্তী ৫ বছরে বিএসএফ হবে বিশ্বের সর্বাধুনিক ও আগ্রাসী বাহিনী

গুজরাট, ২১ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় হোম মন্ত্রী অমিত শাহ আজ বিএসএফের ডায়মন্ড জুবিলি ফাউন্ডেশন ডে অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছেন যে আগামী বছরকে বিএসএফের আধুনিকায়ন এবং সদস্যদের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, হোম মন্ত্রণালয় ৫ বছরের মধ্যে বিএসএফকে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ও আগ্রাসী বাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

মন্ত্রী বিএসএফের 'ই-বার্ডার' নিরাপত্তা উদ্যোগের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, বিএসএফ দেশের সীমান্ত নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিএসএফের অর্জন তুলে ধরে অমিত শাহ বলেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানে বিএসএফ ১২ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকার মাদক জব্দ করেছে। দেশীয় সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায়, তিনি জানিয়েছেন যে ৩১ মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে দেশ নক্সলবাদমুক্ত হবে। চত্তিশগড়ে বিএসএফের কার্যক্রমে ১২৭ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে, ৭৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ২২ জনকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের নিরাপত্তা এবং গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শুধুমাত্র ভারতের নাগরিকদের মাধ্যমে। তিনি শপথ করেছেন যে সরকার দেশের প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে বিতাড়িত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তিনি জনগণকে ভোটার তালিকার বিশেষ তীব্র সংশোধন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করার আহ্বান জানান, যা দেশের গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত ও শুদ্ধ করার একটি পদক্ষেপ।

অনুষ্ঠানে অমিত শাহ ডায়মন্ড জুবিলি উদযাপন স্মরণে একটি বিশেষ ডাকটিকিটও উদ্বোধন করেন এবং প্যারেড পরিদর্শন করেন।

এছাড়া, তিনি শহিদ হেড কনস্টেবল সাওয়ালা রাম বিষনোইকে পরবর্তীতে গ্যালান্টি মেডেল প্রদান করেন, যা তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি রুকমান গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তিনি বিএসএফের সাহসী যোদ্ধাদের অসাধারণ অবদানের জন্য মেডেল ও ট্রফিও প্রদান করেন।

কিছু রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতে অভিযান চালাচ্ছে: বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এসআইআর স্থগিত চাওয়ার পর অমিত শাহের আক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ নিবিড় পুনর্মূল্যায়ন স্থগিত করার আবেদনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

গুজরাটে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় অমিত শাহ বলেন, দেশে অনুপ্রবেশ রোধ করা কেবল নিরাপত্তার জন্যই নয়, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যও জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত কিছু রাজনৈতিক দল 'ঘুসপাইঠিয়া হাটাও' অভিযান এবং নির্বাচন কমিশনের অধীনে এসআইআর -এর আওতায় ভোটার তালিকা পরিশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা প্রদর্শন করছে।

তিনি আরও যোগ করেন, প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা হবে এবং দেশের বাইরে পাঠানো হবে। এই দেশে যারা ভোট দেবেন, তারা দেশবাসী, অনুপ্রবেশকারীরা নয়।

এদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক চিঠি লিখে নির্বাচন কমিশনকে এসআইআর স্থগিত করার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের ভোটাধিকারের উপর প্রভাব ফেলছে। চিঠিতে তিনি বলেন, অনুগ্রহপূর্বক এই কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক হস্তক্ষেপ করুন, জোরপূর্বক ব্যবস্থা বন্ধ করুন, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করুন এবং বর্তমান পদ্ধতি ও সময়সীমা পুনর্মূল্যায়ন করুন।

মমতা আরও অভিযোগ করেন যে, অনেক বুথ লেভেল অফিসার চাপে রয়েছেন এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ভয়ের কারণে অনির্দিষ্ট বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করছেন, যা বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকারের উপর প্রভাব ফেলছে এবং ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা হ্রাস করছে।

মমতার চিঠি প্রকাশের পর বিজেপি রাজ্য ইউনিটসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তা নস্যাৎ করে এবং অভিযোগ করেছে যে, তিনি বৈধ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছেন।

ভাটিকা মানি লন্ডারিং কাণ্ডে ইডি আটক করল ১০৮ কোটি টাকার কমার্শিয়াল প্লট

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), গুরগাঁও জোনাল অফিস, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট , ২০০২-এর বিধানের আওতায় প্রায় ১.৩৫ একর আয়তনের একটি কমার্শিয়াল প্লট প্রায় ১০৮ কোটি টাকার বাজারমূল্যে আটক করেছে। এটি একটি বিল্ডার-ইনভেস্টর মামলার অংশ, যা এম/এস ভাটিকা লিমিটেড সংক্রান্ত। ইডি শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০২১ সালে অর্থনৈতিক অপরাধ বিভাগ, দিল্লি, এম/এস ভাটিকা লিমিটেড এবং এর প্রোমোটার অনিল ভল্লা, গৌতম ভল্লা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আইপিসি-এর ১২০বি এবং ৪২০ ধারায় একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে "ক্রিমিনাল কনসপিরেসি, প্রতারণা, এবং বিনিয়োগকারীদের/ক্রেতাদের প্রতারণামূলকভাবে প্রভাবিত করা। তদন্তে ইডি প্রকাশ করেছে, কোম্পানি ভবিষ্যৎ প্রকল্পের বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্নের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আদায় করেছিল।

শুক্রবার ইউনিভার্সাল একপোর উদ্যোগে আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২১ নভেম্বর: উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গেরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতরগোল ২নং ওয়ার্ড এলাকায় গৃহবধুর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। স্বামীর বাড়ি থেকে আছমা বেগম নামে এক গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে জনমনে। মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,মৃত গৃহবধুর নাম আছমা বেগম (২৫) স্বামী সাব উদ্দিন, পিতা হাবিবুর রহমান বাড়ি ভিতরগোল ২নং ওয়ার্ডে। গৃহ বধুর বাবার বাড়ি একই এলাকার ৭নং ওয়ার্ড, পিতা আব্দুল আহাদ। তাদের এক পুত্রসন্তান রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে, বিভিন্নবার সালিশি সভা ও এমনকি আদালতেও মামলা চলছে।

এমতাবস্থায় শুক্রবার সকালে গৃহবধু আছমা বেগম স্বামীর বাড়িতে নিজ ঘরে উড়না দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন বলে স্বামীর পরিবারের দাবি। প্রথমে ঘটনাটি দেখতে পান শাশুড়ি ছালেহা বেগম। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছুটে যায় কদমতলা থানার পুলিশ। মৃত গৃহবধুর স্বামীর বাড়ির পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মৃত গৃহবধুর ভাই আছাদ উদ্দিন কদমতলা থানায় স্বামী সহ বাড়ির মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগ তার বোনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে অথচ আত্মহত্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলছে।কদমতলা থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং
ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ আত্মীয় পরিজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোক ও উত্তেজনার ছায়া। স্থানীয়রা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন।

সাংবাদিকদের কল্যাণে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস পেনশন স্কিম ২০২১ এবং দ্য ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভস অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইনস ২০২০-এর সংশোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: গত ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস পেনশন স্কিম ২০২১ এবং দ্য ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভস অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইনস ২০২০-এর সংশোধন করা হয়েছে। যোগ্য সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত এবং প্রয়াত সাংবাদিকদের পরিবারকে পেনশন স্কিমের আওতায় আনা সুনিশ্চিত করতে সংশোধনীতে নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা ও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড সম্বন্ধীয় বিধিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রয়াত সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্যদের জন্য এই সংশোধনীতে নিয়মাবলি আরও সরলীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া সাংবাদিকদের পেনশন পেতে গেলে পরিবারের আয় সম্পর্কিত যে উর্ধসীমা ধার্য করা হয়েছিলো তাও বিলোপ করা হয়েছে। মামলায় অভিযোগের প্রমাণ সাপেক্ষে সাংবাদিক পেনশন অব্যাহত রাখার ব্যাপারেও সংশোধন আনা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের সুযোগ সুবিধা সহজতর করার লক্ষ্যে দ্য ত্রিপুরা মিডিয়া অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইনস ২০২০-এর দ্বিতীয় সংশোধনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনীতে অ্যাক্রিডিটেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং পুনর্মূল্যায়ন, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী কমিটি গঠন এবং অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শর্তাবলিরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়ে দপ্তরের প্রস্তাবে গত ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

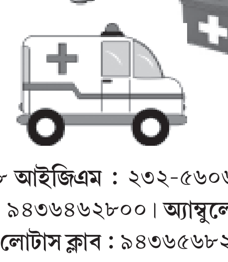

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছয় বছর বয়সী শিশুর জন্মগত কাটা ঠোঁটের সফলভাবে অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীনে স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্রে এবং বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়মিতভাবে রুটিন স্ক্রিনিং করছেন। এই স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া শুধুমাত্র শিশুদের স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় নয়, বরং এটি সুস্থতার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মেডিক্যাল টিম পানিসাগর মহকুমার অধীন চামটিলা বিদ্যালয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ শিশুদের রুটিন স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে একটি ছয় বছর বয়সী শিশুর জন্মগত কাটা ঠোঁটের (ক্লেফট লিপ) সমস্যা চিহ্নিত করেন। এই ধরনের সমস্যাগুলি জন্মের সময় থেকেই উপস্থিত থাকে, তবে এটি চিকিৎসা করা না হলে শিশুর ভবিষ্যৎ বিকাশে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসক, ডাঃ অভিনব ধর, শিশুটির পিতা-মাতাকে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন এবং তাদের জানান যে, বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশুটিকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু শিশুটির পিতা-মাতা নানা অজুহাতে প্রথমে অস্ত্রোপচারের জন্য সম্মতি দেননি এবং কিছুদিন তাদের মধ্যে সংশয় এবং দ্বিধা ছিল। এদিকে, ডাঃ অভিনব ধর বারবার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং শিশুটির ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য এবং বিকাশ নিয়ে তাদের আশ্বস্ত করেন। এরপর, অনেক আলোচনার মাধ্যমে গত ১৩ নভেম্বর ২০২৫ শিশুটিকে ত্রিপুরার আই এল এস হাসপাতালে পাঠানো হয়। গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং গত ১৮ নভেম্বর কাটা ঠোঁট ও তালু কাটা (ক্লেফট লিপ এবং ক্লেফট প্যালেট) এর অধীনে সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯ নভেম্বর শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

অস্ত্রোপচারের পর শিশুটির মুখমণ্ডল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য তার পিতা-মাতা সহ পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দিত হন। এই পরিবর্তনটি শিশুটির জন্য জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হবে, এবং এটি তার আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শিশুটির পরিবার এবং পরিজনরা রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মেডিকেল টিমের প্রতি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তারা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাঃ অভিনব ধর এবং অন্যান্য মেডিকেল টিমকে, যাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তাদের শিশুটি আজ সুস্থ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই হলো, প্রত্যেক শিশুর সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা প্রদান করা। এ ধরনের উদ্যোগগুলি সরকারের সামাজিক স্বাস্থ্য নীতির সফল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মস্তিষ্কের অ্যান্টেরিয়ার সেরিব্রাল আর্টারির অ্যানিউরিজম সফলভাবে কয়েলিং সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) অনুপ সাহা এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী-এর সম্মিলিত সহযোগিতায় রাজ্যে নিউরোলজি চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট। আজ জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি টিম একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ঝুঁকিপূর্ণ অ্যানিউরিজম কয়েলিং সম্পন্ন করলো। বয়স্কা এই মহিলার মস্তিষ্কের যে অংশ হাঁটা ও পায়ের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক সেই জায়গায় ছিল অ্যানিউরিজমটি। একটি ভুল পদক্ষেপে রোগীর হাঁটাচলাতেই বড় সমস্যা হতো তবুও রোগীর পরিবার সাহস দেখিয়ে চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। অত্যন্ত যত্ন ও নিখুঁত কৌশলে পুরো কয়েলিং সম্পন্ন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ চিকিৎসাটি আয়ুষ্মান কার্ডে বিনামূল্যে করা হয়েছে। রোগী এখন সম্পূর্ণ স্থিতিশীল।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট, নিউরো-ইন্টারভেনশনিস্ট ও স্ট্রোক স্পেশালিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ আজ প্রায় দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপী অ্যানিউরিজম কয়েলিং পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করেন। এই কঠিন লড়াইয়ে ডাঃ আবীর লাল নাথরে সাথে উক্ত অস্ত্রোপচার ছিলেন নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ অর্পণ মিত্র এবং অ্যানেসথেটিস্ট ডাঃ মণিময় দেববর্মা। এই অস্ত্রোপচার অন্যান্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নার্সিং অফিসার হিসেবে প্রাণকৃষ্ণ দেব, তিতিক্ষা মজুমদার, দেবব্রত দেবনাথ এবং মানস দত্ত। এছাড়াও, ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে ছিলেন সঞ্জয় ঘোষ ও অরিজিত পাল। দীর্ঘ তিন ঘণ্টার যুদ্ধ শেষে, সফলভাবে সম্পন্ন হলো রোগীর অ্যানিউরিজম কয়েলিং। জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলশ্রুতিতেই রোগী প্রাণ ফিরে পেলেন। রোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ডাঃ আবীর লাল নাথের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের উক্ত টিমে ছিলেন ডাঃ অভিজিৎ আচার্য, ডাঃ সুপ্রতিম সাহা, ডাঃ শুভ্রজিৎ দাস, ডাঃ পৌলমী নাগ, ডাঃ অর্কপ্রভ রায় চৌধুরী এবং নার্সিং অফিসার সেবিকা দত্ত, রোজি চক্রবর্তী, সুরজিৎ সূত্রধর, আর্ণিকা সিনহা, আবুল হোসেন প্রমুখ। সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে রোগী নতুন জীবন লাভ করল। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভে ও সুস্থ হবার সাফল্যে রোগীর অভিভাবকগণ বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ধন্যবাদ জানান।

শত্রুতার জেরে খোয়াইয়ে রাবার বাগানে ব্যাপক ভাঙচুর, কেটে দেওয়া হল প্রায় ৫০টি গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: শত্রুতার জেরে আবারও রাবার গাছ কাটার ঘটনা সামনে এল খোয়াইয়ের জামটিলা এলাকায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতিকারীরা প্রণবেন্দু শীলের রাবার বাগানে ঢুকে ৪০ থেকে ৫০টি দুই বছরের রাবার গাছ কেটে দিয়ে পালিয়ে যায়। জানা গেছে, খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব গণকী জামটিলা এলাকায় নিজস্ব জমিতে দুই বছর আগে রাবার বাগান তৈরি করেছিলেন প্রণবেন্দু শীল। এর আগেও অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা তাঁর বাগানের ৭ থেকে ৮টি চারা গাছ কেটে নষ্ট করে দেয়। মালিকের দাবি, কারা এই নাশকতা বারবার ঘটাচ্ছে তা তিনি কিছুটা আন্দাজ করছেন, তবে এখনো নিশ্চিত নন। ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাগান পরিদর্শন করে। প্রণবেন্দু শীল জানান, বারবার এভাবে গাছ কেটে দেওয়ায় তাঁর ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তিনি পুরো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আগরতলায় শুরু দ্বিতীয় নর্থইস্ট ইন্ডাস্ট্রি ও ট্রেড ফেয়ার, চলবে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: আগরতলার চিলড্রেন পার্ক প্রাঙ্গণে আজ থেকে শুরু হলো দ্বিতীয় নর্থইস্ট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার। মেলা চলবে আগামী ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার সূচনা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার চিলড্রেন পার্কে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা এ বছরের মেলার নানা দিক তুলে ধরেন।

উদ্যোক্তারা জানান, গত বছর প্রথমবার আয়োজিত এই মেলা ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল। সেই উৎসাহে এবার দ্বিতীয়বর্ষে আরও বৃহৎ পরিসরে মেলা আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে উৎপন্ন নানা পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য আনা হয়েছে।

মাছচাষ ও প্রাণীপালনের মাধ্যমে খুব সহজেই নিজেদের আত্মনির্ভর করে তোলা যায়: মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের চাহিদা প্রচুর। প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ মাছ খেয়ে থাকেন। এজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মাছচাষিদের এনে মাছের উৎপাদন বাড়াতে তৎপর রয়েছে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব মৎস্য দিবস ২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে বছরে মাছের উৎপাদন বেড়ে ৮৯ হাজার মেট্রিকটন হয়েছে। কিন্তু বছরে রাজ্যে মাছের চাহিদা রয়েছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার মেট্রিকটন। এই চাহিদা পূরণের জন্য বহিরাজ্য থেকে মাছ আমদানি করতে হয়। মৎস্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে, যাতে আর বাইরে থেকে মাছ আমদানি করতে না হয়। এই মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সর্বাত্মকভাবে রাজ্য সরকার মৎস্যচাষিদের পাশে থাকবে।

তিনি বলেন, রাজ্যের মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রতিবছরই প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ও মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য সহায়ক যোজনায় মাছচাষিদের বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। যেমন গত বছর রাজ্যের ২৮ হাজার ৪০০টি মৎস্যজীবী পরিবারকে মাছের পোনা, খাদ্য ও বিজ্ঞানসম্মত মাছের চাষে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এবছরও ২৭ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে সাথে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের ৩৫ হাজার ৬১৫টি কৃষক পরিবারকে ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও আইসবক্স সহ বাইসাইকেল, মোটরবাইক, থ্রি হুইলার গাড়ি ইত্যাদি দিয়ে রাজ্যের বহু মৎস্যজীবী পরিবারকে প্রতিবছর সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই সবকিছুর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের মৎস্যচাষিদের মাছের উৎপাদন বাড়ানোর কাজে উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা।

তিনি বলেন, মাছচাষ ও প্রাণীপালনের মাধ্যমে খুব সহজেই নিজেদের আত্মনির্ভর করে তোলা যায়। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে এমন অনেক মাছচাষি আছেন যারা প্রতি বছর মাছচাষের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। সেইসাথে তিনি জানান যে, আগামী অর্থবছরে রাজ্যের ১১০ হেক্টর পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কার করে মাছ চাষের আওতাভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য সার্ভের কাজ চলছে। তিনি মৎস্য চাষিদের এই সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান এবং মৎস্য দপ্তরের কর্মীগণকেও মৎস্যজীবীদের পাশে থেকে এই কাজে সহায়তা করার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, ত্রিপুরা মৎস্য মহাবিদ্যালয়ের প্রফেসর (ডা.) অরুণ ভাই প্যাটেল, ত্রিপুরা নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার টি.এ.জি. রঞ্জন এবং আই.সি.এ.আর-এর সেন্ট্রাল আই, ল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্স ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর (আই.সি.এ.আর.-সি.আই এফ.আর.আই) আগত ড. বসন্তকুমার দাস।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস। অনুষ্ঠানে ধর্মনগর, কমলপুর, বিলোনীয়া, সোনামুড়া এবং করবুক মৎস্য মহকুমার ৫ জন মৎস্যজীবীকে উন্নত মাছের চাষের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৭ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সেরা মৎস্যচাষি বা মাছ উৎপাদক হিসেবে রাজ্যের ১৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুকুর খননের জন্য রাজ্যের ৯ জন মৎস্যচাষিকে কে.সি.সি-র মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে ঋণের চেক ও পুরস্কার তুলে দেন।

প্রবীণ কৃষক লতিফ মিয়া আজও লাঙ্গল-জুয়ালেই অটল ! আধুনিকতা ছাপিয়ে ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ

আগরতলা, ২১ নভেম্বর: মেলাঘরের বানিয়াছড়া এলাকার প্রবীণ কৃষক লতিফ মিয়া আজও কৃষি কাজে ব্যবহার করেন লাঙ্গল-জুয়াল ও গরুর শক্তি। আধুনিক যন্ত্রপাতির যুগেও তাঁর এই পুরনো পদ্ধতিতে অটল থাকা অনেকের কাছেই বিরল দৃশ্য। শুক্রবার সকালেই কাঠালিয়া মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন সড়কের পাশে নাঙ্গল কাঁধে দাঁড়িয়ে বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন লতিফ মিয়া। অচিরেই পথচারীদের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। আধুনিকতার দৌড়ে যখন কৃষিকাজে ট্রাক্টর, পাওয়ার-টিলার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে, তখন কাঁধে নাঙ্গল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রবীণ কৃষককে দেখে অনেকেই অবাক হন। কিছু লোক হাসাহাসি করলেও, লতিফ মিয়া হাসিমুখেই সব গ্রহণ করেন। সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান,"যন্ত্রে চাষ করতে গেলে অনেক খরচ। কিন্তু লাঙ্গল দিয়ে জমি প্রস্তুত করলে খরচ কম, ওপরন্তু এর আলাদা বৈশিষ্ট্য ও গুণ আছে।" বানিয়াছড়া গ্রামের বাসিন্দা লতিফ মিয়া জানান, তাঁর প্রায় চার বিঘে কৃষিজমি রয়েছে। ধানের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সবজিও চাষ করেন, যা দিয়ে পরিবারের সংসার চলে। তাঁর মতে, উঁচু-নিচু জমি লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা সুবিধাজনক। হালের গরু থাকায় জমি প্রস্তুত করতে আলাদা খরচও হয় না। তিনি আরও জানান, নিজস্ব নাঙ্গলটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কাঠালিয়ার বাটাখলা গ্রাম থেকে একটি পুরোনো নাঙ্গল সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। লাঙ্গল কাঁধে প্রবীণ কৃষকের এই দৃশ্য দেখেই মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় অনেকের কৌতূহল বাড়ে। আধুনিকতার যুগেও ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও নিষ্ঠা দেখে অনেকেই প্রশংসা করেন। বানিয়াছড়া গ্রামের এই কৃষক যেন আজও প্রমাণ করে দিচ্ছেন যন্ত্র আধুনিক হতে পারে, কিন্তু কৃষকের মাটির টান কখনো পুরোনো হয় না।

খয়েরপুরে যুবকদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির উদ্বোধন করলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী

আগরতলা, ২১ নভেম্বর: খয়েরপুরের শুভসঙ্গম বিয়ে বাড়িতে স্থানীয় যুবসমাজের উদ্যোগে আজ এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী যুবসমাজকে রক্তদানের মতো মানবিক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "বর্তমানে ত্রিপুরার যুব সমাজ আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলছে। সমাজসেবামূলক কাজে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সমাজকে আরও শক্তিশালী করবে।"

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রাজেশ সাহা-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে আয়োজিত শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী গত রাতের বিজেপি ও তিপ্রামথা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ প্রসঙ্গেও প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি ঘটনার নিন্দা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।

ভূমিকম্পে কাঁপল ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

রেলিং তাদের ওপর পড়ে। কলকাতা ও আশেপাশের এলাকায় বাসিন্দারা মৃদু কম্পন অনুভব করেছেন। অনেকেই জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের সময় ফ্যান ও দেওয়ালের হ্যাঙ্গিং সামান্য দুলেছে।

কম্পনের সময় মানুষ ঘর ও অফিস থেকে বাইরে বের হওয়ার দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করেছেন। ভিডিওতে ফ্যান ও দেওয়ালের সাজসজ্জার দুলে যাওয়ার মুহূর্তও দেখা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর, কুচবিহারসহ অন্যান্য অঞ্চলেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। এছাড়াও কম্পন অনুভূত হয়েছে মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যেও।

এ পর্যন্ত ভারতের কোনো স্থানে আঘাত বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২১ নভেম্বর: হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন বিলোনিয়া এক গুচ্ছ কর্ম সূচি হাতে নিয়েছে, যে কর্ম সূচিতে রয়েছে ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সচেতনতা ও ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়। শুক্রবার ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে শহরের দুটি স্কুলে এই ধরনের কর্মসূচি পালিত হয়। একটি হল বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় অন্যটি বিদ্যাপীঠ দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়। ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী ছাত্র যুবা ও প্রৌঢ়দের মধ্যে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা তাঁদের ব্লাড সুগার টেস্ট করেন। অন্যদিকে বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেনির ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যেশে শুরুতে ডায়াবেটিস নিয়ে বলেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন দক্ষিণ জোনালের চেয়ারমেন অবসর প্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র নমঃ ডায়াবেটিস কি, তার লক্ষণ কি, প্রতিকার কি এই নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্য শেষে শুরু হয় সুগার টেস্ট নির্ণয়।

এ ধরনের জঙ্গলরাজ

● প্রথম পাতার পর

তিপ্রা মথার এক প্রতিনিধি দলও ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী-অনিমেষ দেববর্মা, প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। তারা তিপ্রা মথার ক্ষতিগ্রস্থ দলীয় কার্যালয়ে ঘুরে দেখেন। গোটা ঘটনার জন্য বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন শরিক দল। তাদের অভিযোগ, পুলিশের সামনেই মথা কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

দীর্ঘদিন ধরেই শরিক দলের এই সংঘর্ষ প্রকাশ্যে আসছে। একে অপরকে দোষারোপের মধ্য দিয়েই দায়িত্ব খালাস করছেন। কিন্তু কোন দলই একে অপরের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা অথবা জোট থেকে সরে আসার বিষয়ে কিছুই বলছেন না। বারবার বিজেপি, মাথার বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ আনলেও দলীয় তরফে এখনো শরিক দলের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

নয় কোটি টাকার

● প্রথম পাতার পর

ইয়াবা ট্যাবলেট, যার মোট ওজন প্রায় ১০ কিলোগ্রাম উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ৮ কোটি টাকা। এছাড়া গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ইটাডল ১০০/ টেপেনটাডল ১০০এমজি—এর প্রায় ৭৫০ বক্স (প্রতিটি বক্সে ১০০ ট্যাবলেট)। যার মূল্য ২৫,৪০০। অন্যদিকে একই দিনে সোনামুড়া এলাকায় পৃথক আরেকটি অভিযানে বিএসএফ ১ কেজি ইয়াবা জব্দ করে। জব্দকৃত সব মাদকদ্রব্য ও যানবাহন পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ডিআরআই আগরতলার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাছ বোঝাই লরি

● প্রথম পাতার পর

কোম্পানির চার চাকার মাছ বোঝাই মিনি লরি অসমের প্রবেশদ্বার বাজারিছড়ার চুরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোষ্টে এলে গাড়িটিতে দলবল নিয়ে রুটিন তল্লাশি চালান গেট ইনচার্জ প্রণব মিলি। এতে বিভিন্ন মাছের কার্টুনের ভিতর থেকে দুই কুইন্টাল আঠান্ন কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। পুলিশি চেকিং চলাকালে চালক সুযোগ বুঝে পালিয়ে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। মাছের কার্টুনগুলোতে উপরে মাছ থাকলেও নিচে ছিল গাঁজা।বাজেয়াপ্ত গাঁজাগুলোর কালোবাজারি মুল্য প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার মত হবে বলে পুলিশের অনুমান। এ কান্ডে গেট ইনচার্জ মিলি বাবু জানান যে জব্দকৃত গাড়ির মালিকের সুত্র ধরে মামলা হাতে নেওয়া হবে।

বিএসএফ ও কাস্টমের

● প্রথম পাতার পর

গাড়ির চালককে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হয়।

এই সফল অভিযান ত্রিপুরায় চোরাচালান কার্যকলাপ রোধে বিএসএফের দৃঢ় অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে এবং জাতির অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষায় বিএসএফ এবং সহযোগী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে দৃঢ় সমন্বয়ের প্রতিফলন ঘটায়।

সাত সকালে যুবকের ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর

জানান যে, মৃত সুজিত শব্দকর প্রতিনিয়ত অত্যাধিক মদ্যপান করতো এবং মদ্যপান করে এলাকায় চিৎকার চেচামেচিও করতো। এমনকি গতকাল ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ও সুজিত শব্দকর অত্যাধিক মদ্যপান করে এলাকায় চিৎকার চেচামেচি করায় এলাকাবাসীরা থানায় অভিযোগ করার পর কৈলাসহর থানার পুলিশ সুজিত শব্দকরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। যদিও বৃহস্পতিবার রাতেই সুজিত শব্দকর থানা থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে যায় বলে জানান পুলিশ আধিকারিক। মৃত সুজিত শব্দকরের পরিবার এবং এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায় যে, পুলিশ সুজিত শব্দকরকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার কারনে সুজিত সেই অভিমান থেকেই আত্মহত্যা করেছে। পরিবার সূত্রে এও জানা যায় যে, সুজিত সাম্প্রতিক কালে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পুলিশ সুজিতের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশন

● প্রথম পাতার পর

তাই এই মউ স্বাক্ষর একটি বাস্তবিক সিদ্ধান্ত। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিএসটি এবং পরোক্ষ কর কমিটির চেয়ারম্যান সিএ রাজেন্দ্র কুমার বলেন, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া (ইকাই) ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাসহ দেশের মোট ১১টি রাজ্যের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের মউ স্বাক্ষর হয়েছে। তিনি বলেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টগণ হলেন করদাতা এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার মাধ্যম। কর্মসূচিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টেট ট্যাক্সের চিফ কমিশনার ড. আকিঞ্চন সরকার। উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়ার সদস্য তথা সিএ স্মিতা মিশ্রা সহ অর্থ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ।

এয়ার শোতে বিধ্বস্ত

● প্রথম পাতার পর

এমন এক বল, যা মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। তেজস যুদ্ধবিমান নেগেটিভ জি-ম্যানুভার করতে সক্ষম হলেও ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানটি পুনরুদ্ধার করতে না পেরে সরাসরি নিচের দিকে ডুবে যায় এবং গ্লাইড করতে ব্যর্থ হয়। দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে।

গোমতী মেঘনা মৌ সংযোগ

● প্রথম পাতার পর

অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'গতি শক্তি' পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রকল্পটি শিল্পোন্নয়ন ও রফতানি বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে।

এই উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, "উত্তর---পূর্বের নদী---জলপথকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য, পর্যটন ও আন্তর্জাতিক সংযোগের নতুন যুগ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে আমরা ৫, ০০০ কোটিরও বেশি বিনিয়োগ করে এই অঞ্চলকে দেশের জলপথ মানচিত্রে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই।"

গোমতী—মেঘনা জলপথ সংযোগ এবং ডুম্বুর লেকে ক্রুজ পরিষেবা বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার বাণিজ্য, পর্যটন এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ তিন ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হবে। ত্রিপুরাকে উত্তর—পূর্বের নৌ—যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হলে রাজ্যের সার্বিক বিকাশ হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 22-11-2025, 01:24

াঙ্গন

পরাজয়ের ট্র্যাডিশন অব্যাহত রেখেই ঘরে ফিরছে অনূর্ধ ২৩ ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচ। পরাজয়ের ট্র্যাডিশন অব্যাহত ত্রিপুরা দলের। নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। ঘরে ফেরার আগের ম্যাচ - যাই বলি না কেন, একই রকম স্টাইলে উত্তরপ্রদেশের কাছেও পরাজিত হলো ত্রিপুরা দল। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ স্টেট এ ট্রফি এলিট ডি গ্রুপের। গ্রুপ লীগের খেলা আজ, শুক্রবার শেষ হয়েছে। শীর্ষে থাকা দুই দল তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক গ্রুপ ডি থেকে কোয়াটার ফাইনালের পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। জয়পুরে কে এল সাইনি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে ত্রিপুরা দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৮.৫ ওভারে ২০৪ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাসের ৫৯ রান, সাহিল সুলতানের ৪২ রান কিছুটা উল্লেখযোগ্য। সপ্তজিৎ ৭৩ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৯ রান করে।

উত্তরপ্রদেশের আয়ুষ চৌধুরী ৩৫ রানে চারটি, সমীর রিজভী ৩৪ রানে তিনটি, ঋত্বিক ২৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তরপ্রদেশ ২৭.৩ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অধিনায়ক সমীর রিজভী ৩৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাকিউয়ে আটষট্টি রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে দেয়। ওপেনার স্বস্তিকের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম উইকেটের জুটিতে আলী জাফির মহসিন ৩৪ রানে এবং প্রশান্ত বীর ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। ত্রিপুরার তনয় মন্ডল ৫০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, স্বরাভ সাহানি ও অর্কজিৎ রায় পেয়েছে একটি করে উইকেট।

যথারীতি দ্বিতীয় টেস্টে দলে নেই শুভমন, ছেড়ে দেওয়া হল ভারত অধিনায়ককে, চিকিৎসার জন্য আপাতত মুম্বই চলে যাচ্ছেন গিল

ভারতীয় দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল শুভমন গিলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগের দিন শুভমনকে ছেড়ে দিলেন গৌতম গম্ভীরেরা। ঘাড়ের চোট এখনও ঠিক হয়নি ভারতীয় দলের অধিনায়কের। গুয়াহাটি টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। শুভমন চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি থেকে মুম্বইয়ে যাচ্ছেন।

গুয়াহাটি টেস্টে শুভমনের খেলার যে সম্ভাবনা নেই, তা আগেই প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক প্রতিবেদনে। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অধিনায়ককে নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল। দলের সঙ্গে কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতেও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুভমনকে ছেড়েই দিতে হল দল থেকে। ভারতীয় দলের মেডিক্যাল স্টাফেরা শুভমনের চোট নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই খবর জানিয়েছে।

শুভমনের অনুপস্থিতিতে গুয়াহাটি টেস্টে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ পন্থ। শুভমন গুয়াহাটি থেকে সরাসরি মুম্বইয়ে যাবেন। ঘাড়ের চোট সারাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন তিনি। সম্ভবত দিনশ পারদিওয়ালার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে শুভমনকে। তার পর বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যাবেন শুভমন। সেখানেই তাঁর পরবর্তী চিকিৎসা চলবে।

কলকাতার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দলের সঙ্গে যোগ দিলেও এক দিনও অনুশীলন করতে পারেননি শুভমন। হোটেল থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে দলের বাসেও যাননি তিনি। আলাদা গাড়িতে বিমানবন্দরে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় দলের ফিজিয়ো। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক জানিয়েছিলেন, শুভমনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলের মেডিক্যাল স্টাফেরা। শুভমন আবার করে মাঠে ফিরতে পারবেন, সে সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি বিসিসিআই বা ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে।

শুভমনের জায়গায় ভারতের প্রথম একাদশে ঢুকতে পারেন সাই সুদর্শন। শুভমনকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে পাওয়া যাবে না, তা আগেই সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন গম্ভীর। সে কারণে গত মঙ্গলবার কলকাতায় সুদর্শনকে দীর্ঘ ক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করান ভারতীয় দলের কোচ।

ভারতের জন্য ‘দুঃসংবাদ’ দিল দক্ষিণ আফ্রিকা ইডেন টেস্টের নায়ক হারমার গুয়াহাটিতেও খেলবেন, ধোঁয়াশা রাবাডাকে নিয়ে

আবার কি স্পিন অস্ত্রে শান দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা? ইডেনে প্রথম টেস্টে স্পিনারদের দাপটেই ভারতকে হারিয়েছিল তারা। বলা ভাল, সাইমন হারমারের দাপটে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে ৮ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন হারমার। গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলবেন তিনি। তবে প্রথম টেস্টে বাইরে থাকা কাগিসো রাবাডার খেলা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। গুয়াহাটি টেস্টের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং কোচ পিয়েট বোথা মুখ খুলেছেন হারমার ও রাবাডাকে নিয়ে। তিনি বলেন, “হারমারের কাঁধের কোনও সমস্যা নেই। যদি কলকাতার মতো এখানেও বল তাড়াতাড়ি ঘুরতে শুরু করে তা হলে ভারতের বাঁহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে হারমার বড় অস্ত্র।

এখানেও দুই স্পিনারই খেলাব আমরা। মহারাজ ও হারমার ভারতকে চাপে রাখবে।”

ইডেন টেস্টের আগে অনুশীলনে পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন রাবাডা। তাই খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়াই জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটিতেও রাবাডাকে নিয়ে সংশয় রয়েছে। বোথা বলেন, “রাবাডার উপর নজর রাখছি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”

গুয়াহাটিতেও কি ইডেনের মতো উইকেট পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা? এখনও সেখানকার উইকেট বুঝতে পারছেন না বোথা। কারণ, হাতে এখনও সময় রয়েছে। তিনি বলেন, “আমরা এ দিন সকালে পিচ দেখেছি।

এখনও দু’দিন আছে। তাই ঘাস আরও কাটা হবে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি সেটা হয় তা হলে পিচ বদলে যাবে।” বোথা আরও বলেন, “গুয়াহাটির উইকেট সাধারণত ব্যাটিং সহায়ক হয়। কিন্তু ঘাস থাকা আর না থাকার মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। সেটা দেখে প্রথম একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।”

গুয়াহাটিতে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই ভারতের। অন্য দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সুযোগ রয়েছে সিরিজ জেতার। এই মাঠে প্রথম বার টেস্ট হতে চলেছে। ফলে দু’দলের কাছেই পিচ নতুন। তবে ভারত যে ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার হারমার ও মহারাজের সামনে খেই হারিয়েছে তাতে এই ম্যাচে ঘূর্ণি উইকেট বানানোর সাহস কি দেখাতে পারবে ভারত? সেই প্রশ্নই ঘুরছে। এখন দেখার, শনিবার সকালে কেমন পিচ অপেক্ষা করছে দু’দলের জন্য।

বিশ্বকাপ জিতেই ছেলেদের সমান টাকার আর্জি হরমনপ্রীতের, ফাইনালের সেই ক্যাচের ভিডিয়ো দেখেছেন ১০০০ বার

বিশ্বকাপ জয়ের পর দু’সপ্তাহও কাটেনি। তার মধ্যেই হরমনপ্রীত কৌরের মনে হচ্ছে, এ বার বোর্ডের সঙ্গে তাঁদের বার্ষিক চুক্তির অঙ্ক ছেলেদের সমান হবে। যদি পুরোপুরি সমান না-ও হয়, তা হলে টাকার অঙ্ক অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। পাশাপাশি জানিয়েছেন, ফাইনালের ওই ক্যাচ তিনি ১০০০ বার দেখেছেন।

বোর্ডের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তিতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকা পুরুষ ক্রিকেটারেরা পান বছরে সাত কোটি টাকা। মহিলাদের ক্ষেত্রে টাকার অঙ্ক ৫০ লক্ষ। হরমনের মতে, এই পরিমাণ এ বার বাড়বে। সংবাদ সংস্থাকে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “এ বার অর্থ বদলাবে। ২০১৭-র (ভারতের ফাইনালে ওঠা) পর অনেক কিছু বদলে গিয়েছিল। তার আগে আমাদের বার্ষিক চুক্তি ছিল ১৫ লক্ষ টাকার।”

হরমনপ্রীতের মতে, পুরুষদের ক্রিকেট থেকেই আসল লাভটা আসে। তবে যে হেতু তারা আইসিসি ট্রফি জিতেছেন, তাই পরিস্থিতি মহিলাদের ক্রিকেটেও বদলাবে। কারণ বিশ্বকাপ জিতে মহিলা ক্রিকেটারদের বাণিজ্যিক মূল্য বেড়েছে।

হরমনের কথায়, “২০১৭ থেকে আমরা ৫০ লক্ষ টাকা পাই। তার পর নিজেদের প্রমাণ করতে পারিনি। বিশেষ করে আইসিসি প্রতিযোগিতায়। দিনের শেষে আইসিসি প্রতিযোগিতাই আসল। এই ট্রফিটা জেতার পর আমি নিশ্চিত অনেক উন্নতি হবে। আর্থিক ভাবেও আমরা লাভবান হব। এর আগে সব লাভ আসত ছেলেদের ক্রিকেট থেকেই। বোর্ডের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে সবচেয়ে দরকারের সময়ই ওরা মহিলাদের ক্রিকেটের পাশে দাঁড়িয়েছে।”

হরমনপ্রীত জানতেন যে ভাল পারফরম্যান্স করতে পারলে তবেই তাঁরা ছেলেদের সমান অর্থের দাবি করতে পারবেন। সেই চেষ্টাই করেছেন তাঁরা। হরমনের কথায়, “একটা জিনিস আমরা আগে থেকেই জানতাম। দেশের হয়ে অবদান রাখতে হবে। তা হলেই নিজেদের বলার জায়গাটা থাকবে। এখন আমরা সমান বেতন এবং সমান স্বীকৃতির কথাটা বলতে পারি। বছরের পর বছর ধরে ছেলেদের ক্রিকেটে অনেক উন্নতি হয়েছে। দেশের হয়ে পর পর ট্রফি জিতেছে। ওদের বাণিজ্যিক মূল্য আমাদের চেয়ে বেশি হয়ে থাকলে তার নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে।”ফাইনালে লাফিয়ে ক্যাচ ধরে নাদিন ডি’ক্লার্ককে আউট করে দলকে ট্রফি জিতিয়েছিলেন হরমন। সেই ক্যাচের প্রসঙ্গ উঠতেই উচ্ছ্বসিত তিনি। বলেছেন, “আমার জীবন পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। হাজার বারের বেশি ওই শেষ বলের ভিডিয়ো দেখেছি। শুধু আমি নয়, গোটা দল এই মুহূর্ত অনেক দিন মনে রাখবে। বার বার ওই মুহূর্তটা দেখতে ইচ্ছা করে।” হরমনের সংযোজন, “আমি জানি না ক্যাচ নেওয়ার সময় কী ভাবছিলাম। ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। বরাবর বিশ্বকাপ জিততে চেয়েছি। ওই ক্যাচ আমাদের কাছে সব কিছু। শেষ পর্যন্ত সেটা করেছি। খুব বিশেষ অনুভূতি।”

বিশ্বকাপ বাছাই: শতভাগ জয় নিয়েও অপেক্ষায় স্পেন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অবিশ্বাস্য ছন্দে আছে স্পেন। এখন পর্যন্ত খেলা পাঁচ ম্যাচের সব কটিতে জিতেছে তারা। এই পাঁচ ম্যাচে স্পেন ১৯ গোল দিয়েছে, কিন্তু হজম করেনি একটিও। সর্বশেষ গতকাল রাতে জর্জিয়ার বিপক্ষে স্পেন জিতেছে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে। কিন্তু সব ম্যাচ জিতেও বিশ্বকাপের টিকিট পেতে আরও অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। সে অপেক্ষা শুধু কাগজে-কলমেই।

গতকাল রাতের ম্যাচের পর বিশ্বকাপের ইউরোপিয়ান বাছাই গ্রুপ ‘ই’—তে স্পেনের পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১৫, গোল ব্যবধান (১৯)। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তুরস্ক ২ নম্বরে, তাদের গোল ব্যবধান (৫)। শীর্ষ দল পাবে বিশ্বকাপের টিকিট।

আগামী মঙ্গলবার রাতে মুখোমুখি হবে স্পেন ও তুরস্ক। সেই ম্যাচে স্পেনকে হারানোর পাশাপাশি বিশাল গোলের ব্যবধানও মেটাতে হবে তুরস্ককে, যা একরকম অসম্ভবই বলা যায়। ফলে স্পেনের বিশ্বকাপ খেলা এখন নিশ্চিতই বলা যায়।

তিবলিসিতে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় স্পেন।

হ্যাট্রিক করে ম্যাচের সেরা শ্রেয়া সুপারে জয় অব্যাহত স্পোর্টস স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার ফোরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় অব্যাহত রাখলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। শুক্রবার উমাকান্ত ময়দানে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিল জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে। বিজয়ী দলের পক্ষে হ্যাট্রিক করলেন শ্রেয়া দেব। ম্যাচের সেরা ফুটবলার ও নির্বাচিত হলেন তিনি। প্রিয়ার হাতে টি এফ এর দেওয়া আর্থিক পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার গভর্নিং বডির এক সদস্য।

বৈকুন্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবলে প্রত্যাশিত জয় ত্রিপুরা পুলিশ দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ফুটবল সংস্থা পরিচালিত বৈকন্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা লীগ ফুটবলে শুক্রবার উমাকান্ত ময়দানে ত্রিপুরা পুলিশ দল মুখোমুখি হয় বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের। এই ম্যাচে ত্রিপুরা-পুলিশ দল ২-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারকে। বিজয় দলের পক্ষে গোল দুটি করেন শিবানী দেববর্মা এবং সম্পিলি জমাতিয়া। বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার এর পক্ষে একটি গোল করেন ব্রিজা দেববর্মা। ম্যাচের সেরা ফুটবলার হলেন ত্রিপুরা পুলিশ দলের সিমপতি জমাতিয়া। তার হাতে টিএফ এর দেওয়া আর্থিক পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ্য রেফারিজ সংস্থার সচিব নারায়ন দে।

বার্সেলোনার ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার মেসিই, কী বললেন বিশ্বজয়ী

বার্সেলোনা: কাতালান ক্লাব বার্সেলোনায় কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। ১৭টা বছর কাটিয়েছিলেন সেই ক্লাবে। এরপর ২০২১ সালে কাতালান ক্লাব ছেড়েছেন। এখন ইন্টার মায়ামিতে খেলেন লিওনেল মেসি। তবে চার বছর পরও বার্সার ক্লাব সমর্থকদের ভোটে ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার হলেন লিওনেল মেসি।

বার্সেলোনার জার্সিতে মোট ৭৭৮ মাচ খেলেছেন মেসি। তিনি মোট ৬৭২ গোল করেছিলেন। ক্লাবের জার্সিতে মোট ১০টি লা লিগা ও ৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন মেসি। বার্সা সমর্থকদের ভোটে মেসি পেছনে ফেলে দিয়েছেন ইয়োহান ক্রুফ, রোনাল্ডিনহো ও আন্দ্রে ইনিয়েস্তাকে। ২০২১ সালে যখন বার্সেলোনা ছাড়ছেন, তখন সাংবাদিক বৈঠকেই কেঁদে ফেলেছিলেন। পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন লিও। সেখান থেকে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। মেসি বলছেন, ””আমি অবশ্যই ফিরব বার্সেলোনা ক্লাবে। স্টেডিয়ামে আবার একদিন সাধারণ সমর্থকের মতো বসে দলকে উৎসাহ দেব। আরও কিছু বছর মায়ামিতে থাকব, তবে শেষ পর্যন্ত বার্সেলোনা ফিরে আসব। এটা আমার ঘর। অনেক মনে পড়ে, তাই অবশ্যই ফিরব। আমরা একসঙ্গে অনেক মুহূর্ত কাটিয়েছি, ভালো-মন্দ সবই ছিল। কিন্তু এই ক্লাবই আমার ঘর। এখানের সবাই আমার আপন মানুষ।””

কিছুদিন আগেই ক্যাম্প ন্যুতে ফিরেছিলেন মেসি। ২০২৩ সালের জুন মাসের পর থেকেই সংস্কারের কাজের জন্য বন্ধ রয়েছে ক্যাম্প ন্যু। এবার সেই কাজই দেখতে ক্যাম্প ন্যু-তে পৌঁছলেন মেসি। নিজের সোশাল মিডিয়ায় মেসি লিখেছিলেন, ”গত রাতে আমি ফিরে গিয়েছিলাম এমন এক জায়গায়, যেটাকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে মিস করি।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ-এগিয়ে চলো, কর্নেল -চাম্পামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল সকালে দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। পঞ্চায়েত মাঠে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবং চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব ৮২ রানের ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগী কে এবং এগিয়ে চলো সংঘ সাত উইকেট এর ব্যবধানে জিবি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে কর্নেল কোচিং সেন্টার ৯৩ রানের ব্যবধানে এনএসআরসিসি কে এবং চম্পা মুরা কোচিং সেন্টার ১৪৯ রানের ব্যবধানে মডার্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

‘জাতীয় উদ্বেগের বিষয়’ আইএসএলের অচলাবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা নিয়ে এবার সোজা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের তরফে ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কাটাতে হস্তক্ষেপ চেয়ে মোদিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। লাল-হলুদ শিবিরের বক্তব্য, ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান যা পরিস্থিতি, সেটা জাতীয় উদ্বেগের বিষয়। অবিলম্বে এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আইএসএলে স্পনসর জোগাড়ের বিষয়ে যেন সরকার হস্তক্ষেপ করে, সেই আর্জিও জানিয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব।

মোদিকে লেখা চিঠিতে ইস্টবেঙ্গলের তরফে ক্লাবের সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া বলছেন, দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ গভীর সংকটে। এখনও আইএসএল শুরু হয়নি। কবে হবে, আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। এর আশু সমাধান প্রয়োজন। আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরে ফুটবলার, ক্লাবকর্তা এমনকি, সমর্থকেরাও হতাশ। ফুটবল প্রশাসনে নীতিপঙ্গুত্ব, অহেতুক ঢিলেমি এ দেশে খেলাটার ভবিষ্যৎকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

সদ্য প্রকাশিত ফিফা ক্রমতালিকায় আরও ছ’ধাপ নেমে ১৪২ নম্বরে রয়েছে ভারত। চিঠিতে ইস্টবেঙ্গলের বক্তব্য, ১৯৫১, ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দলের এই অধঃপতন মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এর দ্রুত সমাধান না করা গেলে ভারতীয় ফুটবল আরও কত তলানিতে চলে যাবে সেটা কল্পনাতীত। চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রয়েছে ক্লাবের। যে ভাবে ভারতের খেলাধুলোর উন্নতিতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, সে ভাবেই দেশের ফুটবলের উন্নতিতে তিনি যেন এগিয়ে আসেন।” মোদির কাছে ইস্টবেঙ্গলের আর্জি, আইএসএল যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, তাতে যেন তিনি নজর দেন। দরকারে আইএসএলের স্পনসর জোগাড়ে তিনি যেন নজর দেন। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবল খাদের কিনারে। আইএসএলের জন্য কোনও স্পনসর জোটেনি। পুরোটাই ঝুলে সুপ্রিম কোর্টে। কার্যত ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেডারেশন। এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গলের প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

অলিম্পিকের ব্যর্থতা ভুলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা নিখাতের, ২০ পদক পেয়ে রেকর্ড ভারতের

অলিম্পিকে পদক স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। তারপর দীর্ঘদিন রিংয়ের বাইরে ছিলেন। নিখাত জরিনকে নিয়ে রীতিমতো হতাশার আবহ তৈরি হয়েছিল ভারতীয় ক্রীড়ামহলে। এক ঝলকে সব হতাশা ভুলিয়ে দিলেন নিখাত। আরও একবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন হায়দরাবাদি বক্সার। বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৫১ কেজি বিভাগে ফের সোনা জিতলেন নিখাত।

বৃহস্পতিবার গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে নিখাত চাইনিজ তাইপের শুয়ান ই গুও-কে একপেশে লড়াইয়ে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন। এই নিয়ে তৃতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়নের খেতাব পেলেন তিনি।

প্যারিস অলিম্পিকে শূন্য হাতে ফেরার পর বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে নিখাতের কামব্যাক পরের অলিম্পিকের আগে ফের স্বপ্ন দেখাচ্ছে বক্সিং প্রেমীদের।

তবে একা নিখাত নন, দেশের মাটিতে আয়োজিত এই বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে গোটা ভারতীয় দলই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। মোট ২০ জন বক্সার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। ২০ জনই কোনও না কোনও পদক পেয়েছেন। সব মিলিয়ে ভারত মোট ৯টা সোনা, ৬টা রুপো এবং ৫টা ব্রোঞ্জ জিতেছে। বিশেষ করে মহিলা বিভাগে অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছে টিম ইন্ডিয়া। সম্ভাব্য ১০টি সোনার মধ্যে ৭টিই এসেছে ভারতের ঝুলিতে। যা অলিম্পিকের আগে স্বপ্ন দেখাচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে।

যদিও ক্রীড়াপ্রেমীদের একাংশের দাবি, এই বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের পদককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। কারণ এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের প্রথম সারির বহু বক্সার যোগ দেননি। কাজাখস্তান, উজবেকিস্তানের মতো দেশ তৃতীয় সারির দল পাঠিয়েছে। তবু এই সাফল্য বহু বক্সারের আত্মবিশ্বাস ফেরাবে।

কোনও অজুহাত দিতে চাই না, আমরাই চাপ সামলাতে পারিনি, আড়াই দিনে ইডেন টেস্ট হেরে স্বীকারোক্তি পন্থের

কলকাতা।। ইডেনের পিচে ১২৪ রান তাড়া করে জিততে পারেনি ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের সামনে গুটিয়ে গিয়েছে ৯৩ রানে। ম্যাচের পর ভারতের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ঋষভ পন্থ স্বীকার করে নিলেন, ম্যাচ হেরে কোনও অজুহাত দিতে চান না তাঁরা। নিজেদের দোষেই হেরে গিয়েছেন। এই ম্যাচে চাপ সামলাতে পারেননি তাঁরা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে পন্থ বলেন, “এ রকম একটা ম্যাচের পর খুব একটা কিছু বলার থাকে না। আমাদের এই রান তাড়া করা উচিত ছিল। চাপ ক্রমশ বেড়েই গিয়েছে। আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। পিচ থেকে বোলারেরা সাহায্য পেয়েছে।”

ইডেন টেস্টে হারলেও গুয়াহাটিতে যে তাঁরা শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন সেই আশ্বাসও শুনিয়ে গিয়েছেন পন্থ। বলেছেন, “এই পিচে ১২০ রান তোলা একটু কঠিন ছিল ঠিকই। তা সত্ত্বেও বলছি, আমাদের এই চাপ সামলে নিয়ে সুযোগ কাজে লাগানো দরকার ছিল। কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে সেটা নিয়ে এখনও ভাবার সুযোগ পাইনি। তবে নিশ্চিত ভাবেই শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব।”

ভারতের হারের নেপথ্যে রয়েছে অষ্টম উইকেটে টেম্বা বাভুমা এবং করবিন বশের জুটি। তাঁরা ৪৪ রান যোগ করেন। সেটাই যে তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়েছে, তা মেনে নিয়েছেন পন্থ। বলেছেন, “সকালে টেম্বা এবং বশ একটা দারুণ জুটি গড়েছিল। ওই জুটিই শেষ পর্যন্ত আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।”

ইডেনে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৯১ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত ভেবেছিল, রবিবার প্রথম ঘণ্টাতেই প্রোটিয়াদের বাকি তিনটি উইকেট ফেলে ম্যাচ অনায়াসে জিতে নেবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে পাল্টা লড়াই করেন বাভুমা। প্রায় একার হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসকে টানতে থাকেন এবং ১৫০ পার করিয়ে দেন। ১৩৬ বল খেলে বাভুমা অপরাজিত থাকেন ৫৫ রানে। মাত্র চারটি চার মেরেছেন। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার, তিনি কোনও ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটেননি। ধীরেসুস্থে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ফলে ১২৪ রানও ভারতের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ৯৩ রানেই ইনিংস শেষ হয়ে যায় ভারতের। একমাত্র ওয়াশিংটন সুন্দরের (৯২ বলে ৩১) ইনিংস বাদে ভারতের কোনও ব্যাটারেরই রান বলার মতো নয়। চাপের মুখে অক্ষর পটেল (১৭ বলে ২৬) চালিয়ে খেলার চেষ্টা করেছিলেন। তবে বেশি দূর টানতে পারেননি।

১৮ কোটি টাকায় সঞ্জুকে দলে নিলেও অধিনায়ক করল না চেন্নাই, পরের বছর নেতৃত্ব দেবেন মহারাষ্ট্রের ক্রিকেটার

আইপিএলের ‘রিটেনশন’-এর শেষ দিনে সঞ্জু স্যামসনকে দলে নেওয়ার খবর সরকারি ভাবে জানিয়েছে চেন্নাই। তবে নতুন দলে গেলেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পাচ্ছেন না সঞ্জু। পুরনো অধিনায়কের উপরেই ভরসা রাখল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল। পরের মরসুমেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ক্রিকেটার ধরে রাখার তালিকা প্রকাশের পরেই এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে চেন্নাই।অনেক দিনের চেষ্টার পর অবশেষে সঞ্জুকে দলে নিতে পেরেছে চেন্নাই।

Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

চিকিৎসাধীন সাংসদ রাজীবকে দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ নভেম্বর: হঠাৎ অসুস্থ প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। শহরের বেসরকারি হাসপাতাল আইএলএসে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁর বিভিন্ন শারীরিক অবস্থার উপরে নজর রাখছেন।
জানা গেছে, বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন প্রথমে তিনি। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে তড়িঘড়ি এঞ্জিওপ্লাস্টির পরামর্শ দেন। হৃদযন্ত্রে ব্লকেজ থাকায় এঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছে। এঞ্জিওপ্লাস্টির পর বর্তমানে তাঁকে আইসিইউতে চিকিৎসকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে সাংসদকে দেখতে ছুটে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। হাসপাতালে পৌঁছে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে সাংসদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিছুদিন ধরেই বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি। অবস্থায় অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাদত চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বহি:রাজ্যেও নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন

আগরতলা, ২১ নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে, ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বিপুল উৎসাহের সঙ্গে গ্রন্থাগার সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপন করেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠন-পাঠনের অভ্যাস বাড়াতে এবং গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সপ্তাহ জুড়ে নানা ধরনের শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
১৪ নভেম্বর একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উদযাপনের শুভ সূচনা হয়। সিএসইউ, একলব্য ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর অধ্যাপক মখলেশ কুমার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে পৌরহিত্য করেন। সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুশান্ত রাজ প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এবং ব্যাকরণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক উমেশ চন্দ্র মিত্র সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, একলব্য ক্যাম্পাস, আগরতলা, ত্রিপুরা কর্তৃক ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আযোজিত জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ-২০২৫, ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়।
এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর অধ্যাপক মখলেশ কুমার। শিক্ষাশাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিপিএম শ্রীনিবাস সমাপনী অধিবেশনে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ড. বিনোদ কুমার মিত্র (ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান-ইন-চার্জ, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা) প্রধান অতিথি হিসেবে সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সিএসইউ, একলব্য ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পেশাদার সহকারী সুধাংশু সোনি এই অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ছিলেন। সপ্তাহ জুড়ে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট যেমন বই প্রদর্শনী, বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা, চিত্রাঙ্কন এবং কুইজ প্রতিযোগিতা তে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী এবং ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদের প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথিগণ এবং সভাপতি কর্তৃক সংবর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে সমস্ত কর্মী ও শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

রাজা রামমোহন রায়কে অপমানের অভিযোগে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা প্রদেশ কংগ্রেসের

আগরতলা, ২১নভেম্বর: ভারতে সতীদাহ প্রথা বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে মধ্যপ্রদেশ সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিং পারমারের বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। শুক্রবার দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, বিজেপি ও আরএসএসউভয় সংগঠনই "মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি" বহন করে এবং সেই কারণেই সমাজসংস্কারক রামমোহন রায়ের অবদান তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে না।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে, সতীদাহ প্রথা বন্ধে রামমোহন রায়ের উদ্যোগ ছিল ভারতীয় সমাজে মানবতা, নৈতিকতা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। অথচ বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, "রামমোহন রায় ব্রিটিশদের দালাল ছিলেন এবং হিন্দুদের ধর্ম পাল্টানোর কাজে সহায়তা করেছিলেন।" কংগ্রেস এই বক্তব্যকে "ইতিহাস বিকৃতি" বলে আখ্যা দিয়েছে। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, বিরসা মুন্ডার জন্ম রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৪২ বছর পরঅতএব দুই ব্যক্তিকে একই প্রেক্ষাপটে দেখানো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দলটি অভিযোগ করেছে যে বিজেপি-শাসিত কিছু রাজ্যে এখনো সতীদাহ-সদৃশ কর্মের নজির দেখা যায়, যা মনুবাদী মতাদর্শের প্রভাবকে নির্দেশ করে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিজেপি শাসনকালে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এবং আর্থিক—সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। উল্লেখ করা হয়, গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে 'জাতীয় মহিলা সুরক্ষা সম্পর্কিত কমিটি'র রিপোর্টে বলা হয়েছেদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ নারী নিরাপত্তাহীনতার শিকার; বাস্তবে এই হার আরও বেশি হতে পারে। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনও ওই রিপোর্টের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, "নারী সমাজের প্রতি আরএসএস--- বিজেপি-এর বিদ্বেষমূলক মানসিকতা দেশে ও রাজ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই ধরনের মন্তব্য ও কর্মকাণ্ডের আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।"

গোমতী জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জাতীয় নবজাতক সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: গোমতী জেলায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জাতীয় নবজাতক সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রতি বছর ১৫ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত এই সপ্তাহটি পালন করা হয়। আজ ছিল সপ্তাহ পালনের শেষ দিন। আজ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা গোমতী জেলা হাসপাতালে মা ও শিশু ওয়ার্ড এবং এস এন সি ইউনিট প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত মা ও পরিবারের সদস্য ও সদস্যাদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করেন। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে মা-শিশুর ত্বক-থেকে-ত্বক স্পর্শ এবং দ্রুত বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করার উপরও প্রচার করা হয়।
করবুক মহকুমা হাসপাতালেও শিশু সপ্তাহ কার্য্যক্রম পালন করা হয়। হাসপাতালের এম সি এইচ ক্লিনিকে মা ও আশা দিদিমনিদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। পাশাপাশি কাকড়াবন এবং অশি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রও নবজাতক সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রথম ছয় মাস শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। এটা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সঠিক পুষ্টি সরবরাহ করে।
নবজাত শিশুর বাড়ীতে গিয়ে হোম বেসড নিউ বর্ণ কেয়ারের পরিষেবার মাধ্যমে গত এক সপ্তাহে জেলায় আশা কর্মীরা দুইজন অসুস্থ শিশুকে চিহ্নিত করেন এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গোমতী জেলায় গত এক সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন এলাকায় আশা দিদিমনিরা ১১০ টিরও বেশী সংখ্যক বাড়ীতে গিয়ে নবজাতকের যত্ন সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি, বিশেষ করে হাত ধোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়, যা নবজাতককে বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে এই সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালান। একইভাবে জামজুরি, দরিয়া বাগমা, গকুলপুর, এসব আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দিরেও নবজাত শিশু সপ্তাহ পালন করা হয়। জীবনের প্রথম মাস, বিশেষ করে প্রথম সপ্তাহ, শিশুদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময়ে নবজাতকের মৃত্যু এবং অসুস্থতা রোধের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মূলত শিশু স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রতিটি নবজাতকের একটি সুস্থ ও নিরাপদ জীবন শুরু করার অধিকার নিশ্চিত করতে এই কার্য্যক্রম পালন করা হয়। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্য্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

শহরের পরিচ্ছন্নতা নিয়েও ক্ষোভে ফুটছে বিশালগড়বাসী

বিশালগড়, ২১ নভেম্বর: শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা নিয়েও ক্ষোভে ফুঁসছেন বিশালগড়বাসী। বিশেষ করে বিশালগড় পুর পরিষদের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নিচের বাজার এলাকায় সমস্যা এখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। ড্রেনের জল উপচে দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, দুর্গন্ধে নাক চেপে ধরে পথচারীরা ফিরে যাচ্ছেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দোকানে পা রাখতেও চাইছেন না ক্রেতারা। ফলে বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দোকানদারদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার কথা পুর পরিষদকে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ড্রেন পরিষ্কার না হওয়ায় জল জমে থাকছে দিনের পর দিন। এতে শুধু দুর্গন্ধই নয়, মশা-মাছির প্রকোপও ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, এই পরিবেশে দোকান চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে।
ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা কাউন্সিলরসহ পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার ফলে এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি ভেঙে পড়েছে এবং ব্যবসায়ের উপর পড়েছে সরাসরি প্রভাব। দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

আমপুরায় জাতীয় নবজাতক সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: আজ আমপুরা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে জাতীয় নবজাতক সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. সাইলো দেববর্মা, ডা. কাজল ঘোষ, কমিউনিটি হেলথ অফিসার সুজিত বিশ্বাস ও তুষার সরকার। অনুষ্ঠানে ডা. কাজল ঘোষ নবজাতক সপ্তাহের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে ডা. সাইলো দেববর্মা স্বাস্থ্য পরিচর্যা, টিকাকরণ এবং আকস্মিক নবজাতকের বিপদজনক লক্ষণগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে স্বাস্থ্যকর্মীগণ আশাকর্মীগণদের নিয়ে সচেতনমূলক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রচেষ্টায় এক নবজাতকের জীবন রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার ২৬ বৎসর বয়সী এক মহিলা গত ১৪ নভেম্বর, প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে উনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগে ভর্তি হন। ভর্তির কিছু ক্ষণের মধ্যেই তিনি স্বাভাবিকভাবে যমজ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু জন্মের পরই একটি শিশু গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পরে।
শিশুটিকে তৎক্ষণাৎ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জনা ঘোষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে এই শিশুটি ছিল প্রিটার্ম প্রসব অর্থাৎ সময়ের আগে জন্ম নেওয়া শিশু এবং শিশুটির ওজন ছিল খুব কম। এছাড়াও সে নিওনেটাল জন্ডিস জনিত রোগে আক্রান্ত ছিল। এই শিশুটিকে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জনা ঘোষের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু হয়। শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ঘোষ তৎক্ষণাৎ শিশুটির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা শুরু করেন। তখন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জনা ঘোষ নিশ্চিত হন যে শিশুটি নিওনেটাল রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম নামক মারাত্মক রোগেও আক্রান্ত ছিল। এই রোগটি মূলত অপরিণত ফুসফুসের কারণে হয়, যা শ্বাস-প্রশ্বাসে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে। এরপর শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত উনকোটি জেলা হাসপাতালের সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করেন। এখানেই শুরু হয় শিশুটির জীবন-মৃত্যুর কঠিন লড়াই। শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জনা ঘোষ সহ সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিটে অন্যান্য নার্সিং অফিসার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রচেষ্টায় ও সঠিক চিকিৎসা ও সর্বক্ষণে যত্নের ফলে শিশুটি এই কঠিন যুদ্ধে জয়ী হয়।
অবশেষে, পাঁচ দিনব্যাপী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও দক্ষকর্মীদের সুচিকিৎসা ও সময়মতো উন্নত সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটের পরিষেবা প্রদানের ফলে ১৯ নভেম্বর শিশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বিপদমুক্ত অবস্থায় তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি পরিবারে ফিরে এসেছে এক আনন্দের মুহূর্ত। যেখানে প্রতিটি দিন ছিল শিশুটির পিতা-মাতার কাছে উদ্বেগের, সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং আধুনিক চিকিৎসার কাছে হার মেনেছে এই ছোট্ট নবজাতকটির জটিল রোগটি। শিশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়ে নবজাতকের পরিবার-পরিজনেরা খুবই খুশি এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিদ্যুৎ মাশুল না বাড়ানোর দাবি ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশনের

আগরতলা, ২১ নভেম্বর: ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি না করার জন্য টিএসইসিএল-এর কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজ্য সরকারের কাছে মোট ছয়টি দাবিপত্র পেশ করেন।
অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান দাবিগ্রাহকদের সম্মতি ছাড়া জোর করে স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করতে হবে এবং চালু থাকা সমস্ত স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে। তাদের বক্তব্য, প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
সংগঠনের অন্যান্য দাবিগুলি হলো টিএসইসিএল-এর আর্থিক ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় গ্যাস আন্তর্জাতিক বাজারের ডলার নির্ভর মূল্যে নয়, কম দামে সরবরাহ নিশ্চিত করতে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। পরিবহণজনিত বিদ্যুৎ ক্ষতি কমাতে হবে। নিয়মিত মাশুল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে টিএসইসিএলকে স্থায়ী মিটার রিডার নিয়োগ করতে হবে; আউটসোর্সিং নয়। বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় রোধে রাজ্য সরকার ও টিএসইসিএলকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে একই সঙ্গে স্থায়ী লাইনম্যান নিয়োগের দাবিও জানানো হয়।
সমিতির বক্তব্য, এই সব দাবিই রাজ্যের সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জরুরি। সরকারের হস্তক্ষেপ ও টিএসইসিএল-এর কার্যকর পদক্ষেপে বিদ্যুৎ পরিষেবা আরও স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তারা।

টিএসআর এবং কল্যাণপুর থানার যৌথ উদ্যোগে মেগা হেলথ ক্যাম্প

আগরতলা, ২১ নভেম্বর: আজ খোয়াই আশ্রমটিলা বাজারে একাদশ বাহিনী টিএসআর এবং কল্যাণপুর থানার যৌথ উদ্যোগে এক মেগা হেলথ ক্যাম্প ও সিভিক একশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের হেলথ চেকআপ বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র প্রদান করা হয় এবং কল্যাণপুর প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারে ডাক্তারবাবু তথা মেডিকেল স্টাফ উপস্থিত ছিলেন।
শীতের মরশুমে স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগুলোতে শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাতা কলম বিতরণ করা হয়। এছাড়াও লোকাল যুবকদের এবং ক্লাব সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য ফুটবল প্রদান করা হয়। ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নত মানের মশারি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বয়সের প্রায় ৩০০ জন গ্রামবাসী স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন তথা উপস্থিতির হার ছিল বেশ লক্ষণীয়।

আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য কোন মেধা হারিয়ে যেতে দেবে না সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: আর্থিক সীমাবদ্ধতা প্রকৃত প্রতিভার বিকাশ এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভারস টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং (সি.এম-সাথ) প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল সরকারি সহায়তার মাধ্যমে মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত সি.এম.-সাথ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কাজের মাধ্যমেই মানুষের আস্থা অর্জনে বিশ্বাসী। এই সরকার মানুষের স্বার্থে যেসব কাজের কথা উল্লেখ করেছিল, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সরকার চায় আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য যেন কোনও মেধা হারিয়ে না যায়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সি.এম.-সাথ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকারের সি.এম.-সাথ প্রকল্পের মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন নয়। কিন্তু এই প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য পূরণে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষাই হলো মানব জাতির মূল শক্তি। এর মাধ্যমেই নিজের বিকাশ এবং আত্মনির্ভরতা গড়ে উঠে। শিক্ষার মাধ্যমেই জাতির প্রকৃত বিকাশ ঘটে। যে যত বেশি শিক্ষিত, সমাজে তার ততবেশি কদর। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উক্তি উল্লেখ করে বলেন, যুব সম্প্রদায়ই ভারতের ভবিষ্যৎ। তাদের সঠিক এবং গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই দেশ শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে যাবে। এই লক্ষ্যপূরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তা, চেতনা, দক্ষতা, উদ্ভাবনী ধারণা, আর্থিক সীমাবদ্ধতায় শিক্ষা চালু রাখা, মহিলা স্বশক্তিকরণ, আত্মনির্ভরতা, দেশপ্রেম ইত্যাদি সব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষার বিকাশে রাজ্যেও শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি "নিপুণ ত্রিপুরা" প্রকল্প, বিদ্যা সেতু মডিউল, মিশন মুকুল কর্মসূচি, সহর্য কার্যক্রম, পি.এম. পোষণ প্রকল্প, বিদ্যাজ্যোতি স্কুল চালু করা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইপ্যাড বা ট্যাব বিতরণ, নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বাইসাইকেল প্রদান, পি.এম-শ্রী স্কুল চালু করা, ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন চালু, নতুন নতুন কলেজ চালু করা, আইআইআই.টি. স্থাপন, মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ ইত্যাদি সফলতার চিত্র তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, আজকের ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার প্রধান কারিগর। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাতে এডুকেশন হাব গড়ার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের সাফল্য কামনা করেন।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন.সি. শর্মা। তিনি সি.এম.-সাথ প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যতে রাজ্য ও দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। তিনি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং-এর গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা রাজীব দত্ত, এস.সি.ই.আর.টি.-র অধিকর্তা এল ডার্লং। উল্লেখ্য, আজ এই অনুষ্ঠানে সারা রাজ্য থেকে সি.এম.-সাথ প্রকল্পে ২০০ জন নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩২ জনের হাতে প্রতীকী হিসাবে রেপ্লিকা চেক তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা তাদের হাতে সেই চেক তুলে দেন।

পণ্যের সঠিক ওজন ও পরিমাপের বিষয়ে সচেতন থাকা খুবই জরুরী: খাদ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ নভেম্বর: দৈনন্দিন জীবনে একজন গ্রাহক হিসেবে কোন পণ্যের সঠিক ওজন ও পরিমাপের বিষয়ে সচেতন থাকা সবার জন্য খুবই জরুরী। এ বিষয়ে গ্রাহকদের আরও সচেতন করে তুলতে হবে।
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ার-এ লজ অব লিগ্যাল মেট্রোলজি বিষয়ে এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন।
তিনি আশাপ্রকাশ করেন এধরণের আলোচনাচক্র ভোক্তাদের সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।
দি কন্টোলার অব লিগ্যাল মেট্রোলজি-এর উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভোক্তাবিষয়ক দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত দুইদিনব্যাপী আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য দপ্তরের সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ভোক্তা ও লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তরের অধিকর্তা আশুতোষ আগরওয়াল, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব লিগ্যাল মেট্রোলজির অধিকর্তা ড. রাজেশ্বর কুমার, খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ। আলোচনা সভায় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ, ত্রিপুরা মর্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas